ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 8 December 2021 ■ আগরতলা ৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ২১ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ এর প্রভাবে গত দুই দিনের বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় রবি ফসল সহ ধান জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কৃষকের মাথায় হাত, ক্ষেত জলের তলায়, বাজারে সবজির আকাল

দু'দিনের রেকর্ড বৃষ্টিতে রাজ্যে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ কল্যাণপুর/ তেলিয়ামুড়া/ বিলোনীয়া/ শান্তিরবাজার, ৭ ডিসেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ-এর প্রভাবে গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। শুধু আগরতলাতেই ১০৪.৩ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। রেকর্ড বলার পেছনে কারণ হল, এখন চলছে ডিসেম্বর মাস। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে শীতের আগমন শুরু হয়ে যায়। তার বদলে প্রচণ্ড বৃষ্টি আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবহাওয়া দফতর গতকালও সতর্কতা জারি করেছিল। কিন্তু ধারণা করা হয়েছিল, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কাটিয়ে বৃষ্টিপাত ধীরে ধীরে কমবে। তার বদলে দিনভর ভারী বৃষ্টিপাতে ত্রিপুরায় বেশ কিছু স্থানে রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় বহু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। কৃষকদের মাথায় হাত। ফসলের ক্ষতির ফলে রাজ্যের বাজারগুলিতে সবজির আকাল দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনিতেই বাজারে শাক সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া এর মধ্যে বৃষ্টির ফলে শাক সবজির যে ক্ষতি হয়েছে তাতে রাজ্যের বাজারগুলিতে শাক সব্জির দাম বেড়ে যাবে আরও।

এদিকে, আবহাওয়া দফতর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সর্বশেষ ২০১০ সালে ১০ ডিসেম্বরে ২৪ ঘণ্টায় ৩৮.২ এমএম বৃষ্টি হয়েছিল। এর পর কখনও ডিসেম্বরে ভারী বৃষ্টিপাত দেখেননি ত্রিপুরাবাসী। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৭৩ সালের ৯ ডিসেম্বর ৪৫.২ এমএম এবং ১০ ডিসেম্বরে ৫৯.৬ এমএম, ১৯৭৯ সালের ১ ডিসেম্বর ৫০.১ এমএম, ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বরে ৬৯.৩ এমএম এবং ২০১০ সালের ১০ ডিসেম্বর ৩৮.২ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে তুলনায় এ বছর ডিসেম্বর মাসে আজ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ১০৪.৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। যা গত কয়েক দশকের মধ্যে ডিসেম্বর মাসের নিরিখে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের রেকর্ড।

আবহাওয়া দফতর অবশ্য নতুন করে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেনি। আগামীকাল থেকে আবহাওয়া স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, আবহাওয়া দফতর মনে করছে, ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ-এর প্রভাব কেটে গেছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের দাবি, ভারী বৃষ্টিপাত হলেও ত্রিপুরায় কোথাও তেমন ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এখনও আসেনি। তাছাড়া নদীর জলস্তরও বাড়েনি তেমন। ফলে, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে জনজীবনে সামান্য ছন্দপতন ঘটলেও, মানুষকে ক্ষতির মুখোমুখি বিশেষ হতে হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে।

সুদুর বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ থেকে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের দাপট এবার আছড়ে পড়ল গোটা রাজ্য জুড়ে।এর থেকে রেহাই মেলেনি উত্তর জেলাকেও।মূলত উত্তর জেলার ধর্মনগর ও পানিসাগর শহর ছাড়া অধিকাংশ এলাকাগুলির জনগন কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাওয়াদের কুফলে সৃষ্ট অকাল বর্ষণে এলাকার কৃষকদের হাজার হাজার বিঘা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।গত দুদিনের ঝিরঝির অকাল বর্ষণে পাকা সোনালী ধানের পাশাপাশি শীতকালীন শাক-সবজিতেও পচন ধরতে শুরু করেছে।অগ্রহায়ণ মাসে যেখানে প্রতিজন কৃষকদের সোনালী ধান ঘরে তোলার কথা ঠিক সেই সময় হঠাৎ করে দানব রুপি জাওয়াদের আক্রমনে তিতির বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ধর্মনগর ও পানিসাগর মহকুমাএলাকার চাষীরা।

কথায় আছে 'যদি বর্ষে আঘনে,রাজা যাইন মাগনে'।এ সময়ে পাকা ধান কাটতে না পারায় মাঠেই পচন ধরতে শুরু করেছে।বিশেষ করে নিচু এলাকার ধান ও সব্জির ক্ষেতে জল ঢুকে পড়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।শনি ও রবিবার এই বৃষ্টির প্রভাব কিছুটা কম থাকলে সোমবার সকাল থেকেই এই জাওয়াদের প্রভাবে আকাশের মুখ ভার।তার উপর ধারাবাহিক ঝিরঝির বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে।আবহাওয়া দপ্তরের সূত্র মুতাবেক আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘন্টায় প্রায় পচিশ কিলোমিটার বেগে এই ঝড় আছড়ে পড়তে পারে সীমান্তের উত্তর জেলায়।উল্লেখ্য, আগেই জাওয়াদের ঝাপটা উত্তর জেলায় আছড়ে পড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।এতে গোটা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভবনাও রয়েছে।সব মিলিয়ে এতদঅঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব না থাকলেও জাওয়াদের ফলে সৃষ্ট অকাল বর্ষণে দুশ্চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসহায় কৃষকদের কপালে।

দুই দিনের বৃষ্টির কারণে কৃষকদের মাথায় হাত। কল্যাণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় নানান ফসলের ক্ষতি। নষ্ট হয়েছে পাকা ধান। অসময়ে বৃষ্টির কারণে প্লাবিত কল্যাণপুরের নিম্নাঞ্চল। ফুলে ফেঁপে উঠছে খোয়াই নদীর জল। বিশেষ করে কল্যাণপুর এলাকার কোচপাড়া; বাতেকা; কমলনগর; বাগান বাজার; দ্বারিকাপুর; কাচারি টিলা; ঘুংরাইছড়া; উত্তর কমলনগর; পশ্চিম গিলাতলী; দক্ষিণ গিলাতলী; ঘিলাতলী সহ কল্যাণপুর কৃষি মহকুমা এলাকার অধীন নানান স্থানে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয় বৃষ্টির কারণে। যার কারণে বিভিন্ন ফসল নষ্ট হয়। যেমন বাঁধাকপি ফুলকপি টমেটো আলু গাজর সিম লতসীম বেগুন সহ আরো অনেক সবজি। কৃষকদের মাথায় হাত পড়ে অসময়ে বৃষ্টির কারণে। কারণ এখনই সবজির মৌসুম এই শীতের সবজির মৌসুম এর কারণে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড ঃ রাজ্যে বিমানযাত্রীদের জন্য জারি হল নতুন নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় প্রবেশে বিমানযাত্রীদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি হয়েছে। দেশের নয়টি রাজ্য চিহ্নিত করে সেখান থেকে আগত সমস্ত যাত্রীর কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করেছেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। রিপোর্ট ছাড়া আগত যাত্রীদের বিমানবন্দরে বিনামূল্যে করোনার নমুনা পরীক্ষা করতেই হবে। নেগেটিভ আসলে তাঁরা বাড়ি যাওয়ার ছাড়পত্র পাবেন। ত্রিপুরা সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জানান বিমানবন্দরের জনৈক আধিকারিক।

এমবিবি বিমানবন্দরের ওই আধিকারিক জানান, কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড থেকে আগত বিমানযাত্রীর সফরের ৪৮ ঘণ্টা আগে আরটি-পিসিআর কিংবা ট্রুনেট অথবা সিবিন্যাট নেগেটিভ রিপোর্ট সাথে আনতে হবে। ওই রিপোর্ট ছাড়া বিমানবন্দরে যাত্রীদের করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই নয়টি রাজ্য থেকে আগত যাত্রীদের ক্ষেত্রে কোভিডের টিকার দুটি ডোজ নেওয়া যথেষ্ট নয়। ত্রিপুরায় প্রবেশে তাঁদের কোভিড নেগেটিভ হওয়া বাধ্যতামূলক।

আধিকারিকের কথায়, ওই নয়টি রাজ্য ছাড়া অন্য রাজ্যের যাত্রীদের ক্ষেত্রে কোভিডের দুটি টিকা নেওয়ার ১৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার সার্টিফিকেট ত্রিপুরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে দেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁদের করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে হবে না। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার বিমানবন্দরে করোনার নমুনা বিনামূল্যে

আজ পুর নিগমের নব নির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। মআগামীকাল বুধবার আগরতলা পুরনিগমের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যা, মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র-ইন-কাউন্সিলের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মেয়র পদে দীপক মজুমদার এবং ডেপুটি মেয়র পদে মণিকা দাস দত্ত শপথ নেবেন।

প্রসঙ্গত, আগরতলা পুরনিগমে ৫১টি আসনের সবকটিতেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। মেয়র পদে বিজেপি দীপক মজুমদারকে বাছাই করেছে। কারণ তিনি ইতিপূর্বে আগরতলা পুরপিতার দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে সামলেছেন।

পুরনিগমের কমিশনার দেবপ্রিয় বর্ধন জানিয়েছেন, আগামীকাল দুপুর ১২টায় আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হল-এ পুরনিগমের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যা, মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র-ইন-কাউন্সিলের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নামকরা সংস্থার মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিতে গুণগতমানের শিক্ষা সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শূণ্য বা অতি নগন্য সেই সব বিদ্যালয়ের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত সংস্থাকে ঐ সমস্ত বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করার জন্য শিক্ষাদপ্তর আহ্বান জানিয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গত ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার শূণ্য বা অতি নগন্য সে সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে গুণগতমানের শিক্ষা প্রদান করার উদ্যোগ নেবে শিক্ষা দপ্তর। তিনি জানান, রাজ্যে মোট ৪,২০০টি'র মতো বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ২,৬০০'র মতো বিদ্যালয় সরাসরি রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং ১,৬৩০টি বিদ্যালয় এ ডি সি দ্বারা পরিচালিত। রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এমন ৩টি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ছাত্রসংখ্যা শূণ্য, ৩টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ১ জন ছাত্র, ১টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ২ জন ছাত্র এবং ২টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩ জন ছাত্রছাত্রী। সেরকম এডিসি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এমন ৪টি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শূণ্য, ২টি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ১ জন এবং ৪টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ২ জন ছাত্রছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এরকম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। সোমবার বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত পুরাথল রাজনগর এলাকার গৃহবধূ প্রিয়াঙ্কা সরকার বয়স আনুমানিক (২৫)। স্বামী রাকেশ দত্ত। বাড়ি বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকায়।

দীর্ঘদিন যাবৎ স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে মারধোর এবং বাপের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা এনে দেবার জন্য জ্বালা যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত করে থাকতো। প্রিয়াঙ্কা সরকার সেই পাষণ্ড স্বামীর জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে অবশেষে বাপের বাড়িতে চলে যায় পুরাতল রাজনগর এলাকায়। দীর্ঘদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ ১৫ মাস পরে আজ উঠতে পারে কৃষক আন্দোলন

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। দীর্ঘ ১৫ মাস পরে কৃষক আন্দোলনতুলে কৃষকেরা গ্রামে ফিরতে পারেন। মঙ্গলবার কৃষকদের পক্ষ থেকে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। আন্দোলনকারী কৃষকদের যৌথ মঞ্চ 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা' সূত্রের খবর, বুধবার আন্দোলন প্রত্যাহার করা হতে পারে।

সংসদে কৃষি আইন প্রত্যাহারের পরেও একাধিক দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছিল কৃষক। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে দাবি পূরণের বার্তা দেওয়ায় ১৫ মাস পরে দিল্লি সীমানা থেকে ধর্না তুলে কৃষকেরা গ্রামে ফিরতে পারেন কৃষকরা। চিঠি দিয়ে সংযুক্ত কিষান মোর্চাকে কেন্দ্রের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, কৃষকদের অধিকাংশ দাবিই মেনে নিতে রাজি সরকার। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থেকে শুরু করে কৃষকদের উপর হওয়া মামলা প্রত্যাহার, কৃষকদের এই দুই মূল দাবিই মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, কেন্দ্রের চিঠি পাওয়ার পরই আন্দোলনরত কৃষক নেতাদের একটা বড় অংশ বৈঠক প্রত্যাহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। আন্দোলনকারী কৃষকদের যৌথ মঞ্চ 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা' সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর ২টোয় সিঙ্ঘু সীমানায় আনুষ্ঠানিক ভাবে সাময়িক ভাবে কৃষক আন্দোলন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুরে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে জনমনে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার তোতাবাড়ি বাজারের পাশে। ঠিক কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি তবে সব জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর। মঙ্গলবার বিকেলে মাখন রুদ্রপাল (৫৯)নামের ঐ ব্যক্তির জলে অর্ধেক ডোবা মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার বাড়ির লাগোয়া একটি কালভার্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার ফ্ল্যাগ ডে উপলক্ষে আগরতলায় এনসিসি'র ক্যাডেটরা চাঁদা সংগ্রহ করছেন। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরাতে ষড়যন্ত্র তৃণমূলের, অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জাতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করার বদ উদ্দেশ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ত্রিপুরার উন্নয়ন নয়, তৃণমূল বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইছে। আজ মঙ্গলবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তাঁর কটাক্ষ, বিজেপির সাথে তৃণমূলের সোনালী করমর্দন চলছে।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণ চায় না। তারা শুধুই কংগ্রেসকে দুর্বল করার চক্রান্তে লিপ্ত। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, শুধু রাজ্যে নয়, সারা দেশে কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা চালিয়েছে। এমন-কি বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে তৃণমূল। তার প্রমাণ মেঘালয়ে কংগ্রেসকে দুর্বল করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেছে।

বীরজিতের দাবি, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। তাঁর কথায়, বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী উদ্যোগ নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। অথচ, বিজেপি-বিরোধী জোটের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ নেননি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কটাক্ষের সুরে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে দেশের জনগণ অবগত। বিজেপি-বিরোধী জোট গঠনে মমতা ও তাঁর দলের ভূমিকা নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জল জীবন মিশন বাস্তবায়নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে জল জীবন মিশনের সঠিক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত এলাকাগুলি রয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ট্রান্সফর্মার স্থাপনের লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার অফিস কক্ষে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এদিনের বৈঠকে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচনায় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা জল জীবন মিশনে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিকেও প্রাধান্য দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি তিনি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা কার্যকর করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যে জল জীবন মিশন বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার।

এই প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে মিশন মুডে কাজ করছে দপ্তর। সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১ মাসের মধ্যে ১৮১টি ট্রান্সফর্মার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের ৭২২টি মলবোর ডিপ টিউবওয়েল চালু করতে দ্রত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগেরও ব্যবস্থা করা হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ট্রান্সফর্মার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হলে বিশাল সংখ্যায় প্রায় ৩০ হাজার পানীয় জলের কানেকশন দেওয়া সম্ভব হবে বলে সভার আলোচনায় উঠে আসে।

এরজন্য ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় অর্থও প্রদান করা হয়েছে বলে সভায় প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া পানীয় জল প্রকল্প সমূহের সঠিক বাস্তবায়নে এখন থেকে প্রতি মাসে বৈঠক করা হবে বলে সভায় আলোচনায় প্রাধান্য পায়। পানীয় জল প্রকল্প সমূহ দ্রত কার্যকর করার জন্য সভা থেকে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৬৩ ◻ ৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◻ ২১ অগ্রহায়ণ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা এবং বিদেশী শক্তির হাত হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষায় দায়িত্ব নিরাপত্তা বাহিনীর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী এই সব দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। সেই কারণেই নিরাপত্তা বাহিনী সকলের নমস্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া ভুল পথে পা বাড়ায় নিরাপত্তাকর্মীরা।

দেশের নিরাপত্তা রক্ষা থেকে শুরু করিয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো প্রতিকূল পরিবেশে সেনা বাহিনীর জওয়ানদের কাজ অহরহ কুর্নিশ আদায় করে। অথচ নাগাল্যান্ডের গ্রামের রাস্তায় 'ভুল' সন্দেহের জেরে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা তাহাদেরকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল! জঙ্গি সন্দেহে জওয়ানদের চালানো গুলিবৃষ্টিতে প্রাণ হারাইয়াছেন ১৪ জন নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামের মানুষ। সোর্স' মারফত ওই রাস্তায় জঙ্গি আসার 'নিশ্চিত' খবর পাইয়াই নাকি জওয়ানরা গুলি চালিয়াছিল! তাই এক্ষেত্রে গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যর্থতা নিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে, যাহা স্বাভাবিক। যে কেউ মানিবেন, যে-কোনও খবরের সবদিক খতিয়ে দেখিয়াই ফাইনাল অপারেশনে যাওয়া উচিত। এক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্যে গাফিলতি, ভুল সন্দেহ, নাকি অন্য কিছু তাহা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়। এমন মর্মান্তিক ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত হইবে। তবে যাবতীয় দায় নিতে হইবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। যদিও ঘটনার তদন্তে 'সিট' গঠন করিয়াছে নাগাল্যান্ড সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির আশ্বাসও দিয়াছেন। শোকের আবহে একাধিক উপজাতি সম্প্রদায় জমকালো হর্নবিল উৎসব বর্জন করিয়াছে। কিন্তু এসব কিছুকেই ছাপাইয়া গিয়াছে গোয়েন্দা ব্যর্থতা, যাহা কার্যত মানিয়াও নিয়াছে প্রশাসন।

গোয়েন্দা ব্যর্থতার অভিযোগ অবশ্য এদেশে নতুন নয়। গোয়েন্দা ব্যর্থতার নজির হইয়া থাকিল নাগাল্যান্ড। উত্তর-পূর্বের সাত রাজ্যে দেশের অন্যকোনও অঞ্চলের তুলনায় জঙ্গি কার্যকলাপ বেশি। কমবেশি ৭০টি জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাহী সংগঠন সেখানে সক্রিয়। অতীতে এমন বহু নজির আছে যে, সেনা তথা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিভ্রান্ত করিতে ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য ছড়াইয়া দেয় জঙ্গিরা। এই কারণে জঙ্গি গতিবিধি বা কার্যকলাপ সংক্রান্ত যে-কোনও তথ্যই যাচাই করিয়া নেওয়াই শ্রেয়। নাগাল্যান্ডের ঘটনায় প্রমাণ হইল, এক্ষেত্রে সরকারি তরফে বিরাট ঘাটতি ছিল। তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাগাল্যান্ডে যেখানে এই ঘটনা ঘটিয়াছে সেই জেলা মায়ানমার সীমান্ত লাগোয়া। উত্তর-পূর্বের কুখ্যাত খাপলাং গোষ্ঠীর শক্তিশালী ঘাঁটি এই এলাকা। সেনার কাছে খবর ছিল, ওই জঙ্গিরাই হামলা চালাতে মন জেলায় ঢুকিয়াছে। কিন্তু এই খবরের সত্যতা কি ঠিকমতো যাচাই করা হইয়াছিল? যদি তাহা হইতো তাহা হইলে নিরীহ মানুষের এমন হৃদয়বিদায়ক মৃত্যু ঘটিত না। এখানেই বড়সড় ব্যর্থতার দায় গোয়েন্দাদের। উত্তপ্ত নাগাল্যান্ড। পাল্টা প্রতিরোধে মৃত্যু হইয়াছে এক জওয়ানেরও। সব মিলাইয়া দিনটি নাগাল্যান্ডের ইতিহাসে কালো দিন হিসেবেই চিহ্নিত হইয়া রইল। সঙ্গত কারণেই এমন মর্মান্তিক ঘটনার পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করিয়া রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী দলের নেতারা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাইয়াছেন, যাহা বেকায়দায় ফেলিয়াছে মোদি সরকারকে। দাবি উঠিয়াছে সেনা বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা সংক্রান্ত 'আফস্পা' আইন বাতিলের।

আর্থ-সামাজিকের পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণেও উত্তর-পূর্বের রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপ বেশি। খুব স্বাভাবিক কারণেই সেখানকার প্রতিটি রাজ্যে বছরভর থাকে সেনাবাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি। প্রায়ই দেখা যায়, জঙ্গি সেনার অহি-নকুল সম্পর্কের মধ্যে পড়িয়া বলি হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে যে কোন অপারেশন করিবা লাগে শুধুমাত্র গোয়েন্দা তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়া বাস্তবতা থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে নজর দিতে হইবে। অন্যথায় ভুলের বশে কোন ধরনের অঘটন ঘটে গেলে তাহার জন্য দায় নিজেদেরকে স্বীকার করিতে হইবে।

করিমগঞ্জে লোক আদালত ১১ ডিসেম্বর

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করিমগঞ্জ জেলায়ও আগামী ১১ ডিসেম্বর শনিবার জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। করিমগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে ওই দিন সকাল ১০টা থেকে প্রস্তাবিত লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে।

এতে জেলার বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আপস মীমাংসাযোগ্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। বিচারাধীন আপস মীমাংসা যোগ্য মামলার উভয়পক্ষকে লোক আদালতের মাধ্যমে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির সুযোগ নিতে করিমগঞ্জ জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এছাড়া ওই লোক আদালতে বিচারাধীন মামলা ছাড়াও মামলা দাখিলের আগে বিভিন্ন বিবাদের নিষ্পত্তি করা হবে। তাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে লোক আদালতের এই পরিষেবারও সুবিধা নিতে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

”ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া ভোট না হলে রাজ্যে হবে কী করে” সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.): ফের তৃণমূলকে একহাত নিলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ””ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া ভোট না হলে রাজ্যে হবে কী করে”” এমনটাই মন্তব্য করেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী।

পুরভোট নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, ””ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া ভোট না হলে রাজ্যে হবে কী করে। যে কারণে ভিভি প্যাড চালু হয়েছিল। কোর্টের অর্ডার ছিল। তাহলে কেনও ভিভি প্যাড ছাড়া হবে পুরোসভার ভোট ? মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে ফাজলামি হচ্ছে। সেন্ট্রাল ফোর্স ছাড়া ভোট হয় না। সেই সেন্ট্রাল ফোর্স ছাড়া ভোট হচ্ছে। ভিভিপ্যাড ছাড়া ইভিএম হচ্ছে। আসলে রাজ্য সরকার ছলা-কলা করে চেষ্টা করছে কিভাবে লুট করা যায় ””।

ইসরো-র প্রযুক্তিতে দূষণহীন বাস পথে নামাচ্ছে টাটা মোটর্স

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইসরো হাত মেলাল দেশের অন্যতম সেরা শিল্পগোষ্ঠী টাটা মোটর্স। ইসরো-র প্রযুক্তিতে দূষণহীন বাস পথে নামাচ্ছে টাটা মোটর্স। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমাতে নতুন এক ধরনের বাস পথে নামাতে চলেছে টাটা মোটর্স। যার প্রযুক্তি দিয়েছে ইসরো। যাত্রী পরিবহণের সেই বাসের নাম- 'হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ভেহিক্ল'। যা আপাতত দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে।

ইসরো-র তরফে জানানো হয়েছে, এই বাস পরিবেশ দূষণ ও বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমনের পরিমাণ কমানোর সহায়ক হবে। কারণ, এই বাস চলবে না কোনও জীবাশ্ম জ্বালানিতে। ফলে, এই বাস চলাচল শুরু করলে বাতাসে একবিন্দু গ্রিনহাউস গ্যাসেরও নির্গমন হবে না।

এবিষয়ে ইসরো জানিয়েছে, এই বাসে যে জ্বালানি সেলটি থাকবে তা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের বিক্রিয়া ঘটিয়েই বাস চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করবে। তাতেই চলবে বাসে থাকা বৈদ্যুতিক মোটর। সেই বিক্রিয়ায় উপজাত ('বাই-প্রোডাক্ট') হিসাবে বেরিয়ে আসবে শুধু জল আর তাপশক্তি। ফলে, বাস চলাচলের জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হবে না বিন্দুমাত্র। পরিবেশকে বাঁচানো যাবে।

করোনা স্বাস্থ্য যুদ্ধে ভারত পথ দেখাল

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

করোনা কালের এই দুটো বছর অনেক স্বাস্থ্য টানাপোড়েন গেছে এবং আমাদের কি কি এতোদিন ছিলনা কি কি থাকা উচিত তা মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। ভ্যাকসিন কূটনীতিতে ভারত প্রথম থেকেই গেম চেঞ্জার ছিল তার প্রমান আজকে প্রায় সব ভারতীয়র প্রথম ডোজ শেষ। এরমধ্যে আরো এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যে দেশ উপনীত, ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদনে ছাড়পত্র পাওয়া ২-ডিঅক্সি- ডি- গ্লুকোজ ড্রাগ যা কোভিড ১৯ রোগীর অক্সিজেন চাহিদা কমিয়েছে, সারা বিশ্ব সমাদর করছে ভারতের ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মিডিশিন এন্ড এলায়েড সায়েন্সের এই অভাবনীয় সাফল্য গবেষণাকে। অনেক অভিযোগ করছিল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এই যেমন ধরি, এদেশে নাকি হাসপাতালের অভাব।পুরোপুরি অস্বীকার করা যাচ্ছিল না , কোভিডের আগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেখানে প্রতি ১০০০ রোগীর জন্য নূন্যতম ৩ টি শয্যার উল্লেখ করেছে , এই অনুপাতের হিসেবে কোভিডের আগেও এ দেশে উল্লিখিত হিসেবের অঙ্কে দেখলে ভারতে দরকারের ১৮.৩ শতাংশ হাসপাতাল শয্যা ছিল। কিন্তু সব দায় হঠাতকেন মোদী সরকার নেবে? স্বাধীনতার পর থেকে হিসেব করলে কংগ্রেসের দায় নেওয়া উচিত ৭৭.৭ শতাংশ এবং বিজেপির ১৭.৯ শতাংশ। স্বাস্থ্যের জন্য নাকি বিজেপি কিছু করেনি, তাই ২২ টি এইমস এর মধ্যে ১৪ টিই নরেন্দ্র মোদীর আমলে প্রস্তাবিত এবং কংগ্রেসের ৫৭ বছর রাজত্ব মাত্র ২ টি! কংগ্রেস অনেক বিষদ্গার করেছে করোনা কালে, Failed Modi– Resign Modi ইত্যাদি ইত্যাদি। ২১ শে এপ্রিল ২০২০ এদেশে ৬২,৪৫৮ টি অক্সিজেন সাপোর্টেট হাসপাতাল শয্যা ছিল যা ৯ ই এপ্রিল ২০২১ এ হয় ২, ৫৫,১৬৮ টি। এই একই সময় টেবিলে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ২৭,৩৬০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫,৮৬৭ টি। তবুও নিন্দায় পঞ্চমুখ। এই যেমন নিন্দুক শ্রেষ্ঠ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কীর্তি কলাপ দেখি একবার। ২০১৫ এর এপ্রিল থেকে মার্চ ২০২১ এর মধ্যে দিল্লির স্বাস্থ্য উন্নতির হেতু কেজরিওয়াল ৪৭,৬৩৪ কোটি টাকা নাকি ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু ২০২১ এর মার্চ বলছে অশ্বত্থামা ইতি গজ। এই ব্যয়ের মধ্যে একটাও অক্সিজেন প্লান্ট, নতুন হাসপাতাল, ভেন্টিলেটার কিছুই

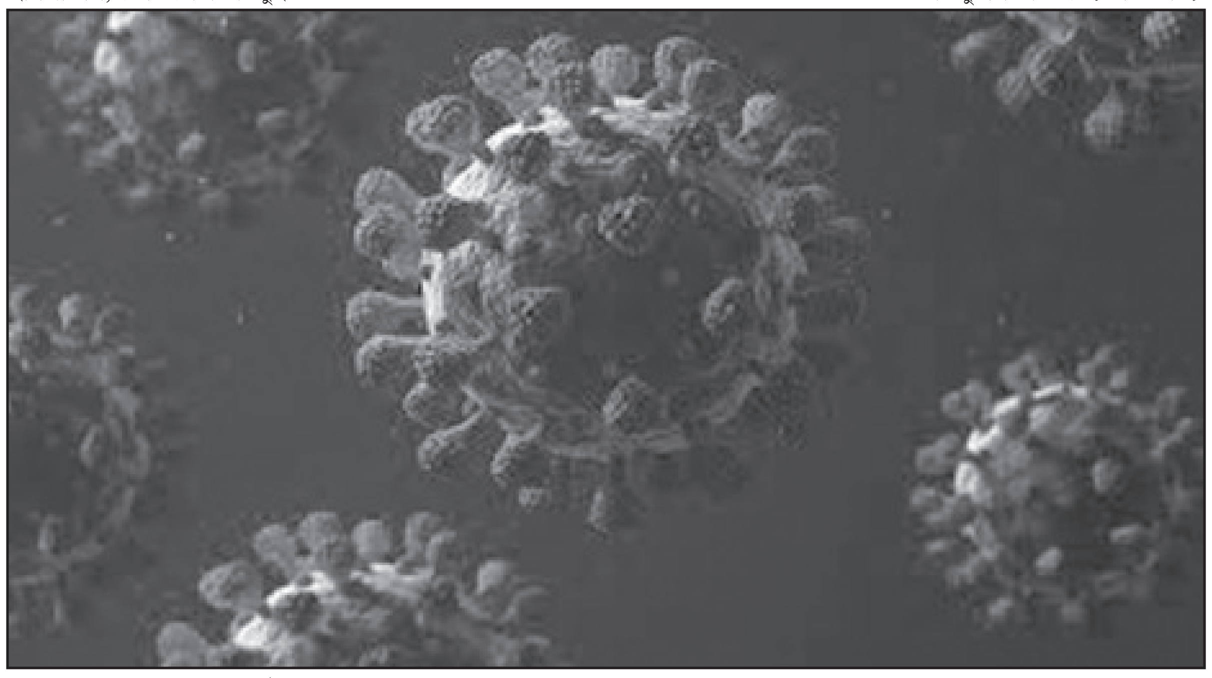

ছিলনা। আম আদমি পার্টির ২০১৫ নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বড় বড় করে বলা ছিল তারা নাকি ৩০ হাজার শয্যার হাসপাতাল বানাবে।পরে অজুহাত জমির অভাব।কিন্তু দিল্লির উপন্ত্রে ১৭৫-২০০ একর জমি কি সত্যিই নেই? নতুন অ্যারোসিটি হতে পারলে কেন মেডিসিটি গড়তে পারল না? যারা নিন্দায় আকাশ মুখরিত করছেন তাদের কর্ম উদ্যোগে এতো তঞ্চকতা কেন? এই উদাহরণের বিপরীত ক্রিয়া করল করোনা পরিসিতিতে ভারত সরকার। দিল্লিতেই ন " মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ২,১০৫ টি শয্যা, ৭০,০০০ আইসোলেশন বেড, এবং শুধুমাত্র দিল্লির জন্যই ভারতীয় রেল ৪৫০০ টি কোভিড কেয়ার কোচের ব্যবস্থা করে। এই উদাহরণ এতোটা বিস্তারিত এই কারণেই দিলাম, যেন নিন্দুক এবং কর্মযোগী র তফাতটা পরিস্কার হয়। স্বাস্থ্য সংবিধানের হিসেবে রাজ্যের স্ব - স্ব বিষয় (যুগ্ম তালিকায় নেই)। অতিমারী র পূর্বে কেজরিওয়ালের মতো বাগাড়ম্বর ভরা সংশ্লিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রেখে করোনা কালে সব দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আরোপ করার দোষটাও করল। একটি রাইট টু ইনফরমেশনের অনুসন্ধানে যখন দেখা গেল দিল্লির এক বছরে (করোনা কালে) বিজ্ঞাপন ব্যয় ৫০৫ কোটি তখন কি এই জিজ্ঞাসা আসেনা ১.২৪ কোটির কটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট এই অর্থে হতো? করোনা কালে দেশ অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং তার উদ্যোগ নিয়ে যথেষ্ট নড়েচড়ে বসেছে। এপ্রিল ২০২১ তে প্রাইম মিনিস্টার কেয়ার ফান্ড অতিরিক্ত ৩৮৯টি পিএসএ প্ল্যান্টের অনুমোদন দেয়। সব মিলিয়ে নতুন মোট অক্সিজেন প্ল্যান্ট দাঁড়ায় ৫৫১ টি এবং এদের আগামী সাত বছরের সব পরিচর্যায় থাকবে পি এম কেয়ার।প্রয়োজনের তাগিদে এক লক্ষ চলমান অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং ১.৫ লাখ ইউনিট SpO২ অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা (ডি আর ডি ও তৈরি করেছে) করেছে। খুব সংক্ষেপে যদি পি এম কেয়ার ফান্ডের হিসেব দেখি, তাহলে, ১৫ ই জানুয়ারি, ২০২১ রাজ্য গুলিকে বরাদ্দ করেছে মোট ৬,৩০৯ কোটি টাকা, ভেন্টিলেটার, পি পি ই এবং মাস্কের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ৫, ০২২ কোটি, প্রথম ফেজ ভ্যাকসিনেশানের জন্য ২,২০০ কোটি, পি এস এ অক্সিজেন প্ল্যান্টে ১,৫৪০ কোটি, ২২.১৪ লক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর স্বাস্থ্য বিমায় ব্যয় ১,০৬৩ কোটি, পরিযায়ী শ্রমিক সেবায় ১০০০ কোটি, ১.৫ লক্ষ অক্সিকেয়ার সিস্টেমের উদ্দেশে ৩২৩ কোটি এবং ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টে ১০০ কোটি , পরিশেষে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইননে ব্যয় বরাদ্দ ৭০ কোটি।

ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে ভারত? যে দিন আমাদের দেশের অক্সিজেন উৎপাদন ৬৫.৬ শতাংশ একলাফে বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক উৎপাদন হলো ৯, ৪৪০ মেট্রিক টন ঠিক তার পরেই ৬ ই জানুয়ারি ২০২১, ওয়াশিংটন পোস্টে মুখ চুন করা রিপোর্ট ' ''Loss Angeles is running out of oxygen for patients as Covid hospitalization hit record highs nationwide''রোনা কালে বিশ্বের প্রতিটা মানুষ দেশ সুস্থ থাকুক এ অবিরাম প্রার্থনা সবার ছিল কিন্তু স্বাস্থ্য মোকাবিলার উদ্যোগে যে কখন আমাদের এতোটা প্রগতি হয়েছে তা যখন পরিসংখ্যানের হিসেবে বোঝা গেল যেন আসার নিঃশ্বাস এক বুক ভরা অক্সিজেন পেল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে ২৬ শে এপ্রিল হনুমান মাল বেঙ্গানির (ভূতপূর্ব সি ই ও, লিনডে ইন্ডিয়া) বক্তব্য -- যিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন ভারতে অক্সিজেন উৎপাদনের অভাব নেই এবং যা উৎপাদন হয় তার মাত্র ১ শতাংশ চিকিৎসায় ব্যবহৃত। এই প্রসঙ্গে কিছু শিক্ষা প্রত্যেকটি রাজ্য পেল, তাহলে কেন অক্সিজেনে টান বলে তারা অভিযোগ করেছিল? তার প্রথম কারণ হিসেবে বলা যায় বন্টন ব্যবস্থা, সরঞ্জামের যোগ আপাত কম থাকা। যা ছিল তাও ব্যয়বহুল, প্রতিটা রোড ট্যাঙ্কারের পিছু ব্যয় ৪৫ লক্ষ টাকা, এবং সিলিন্ডার পিছু ব্যয় ১০ হাজার। অথচ সেই সিলিন্ডারে থাকছে ৩০০ টাকার অক্সিজেন। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি এবং তার বিকল্প ব্যবস্থা অনেক সময় ছিলনা। অনেক অক্সিজেন প্ল্যান্ট উত্তর- পূর্ব ভারতে , আবার কিছু গুজরাটে তাই গড়ে ৭০০ কিলোমিটার ট্রান্সপোর্ট লজিস্টিকের প্রস্তুতি অনেক রাজ্য করেনি। করোনা দু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটাতো ফিরে দেখার সময় অবশ্যই এসেছে। একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড এসেছিল, সারা বিশ্বের সাথে সাথে আমরাও যুদ্ধ করেছি কিন্তু স্বাস্থ্য মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় অনেকটা ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পেরেছি আমরা। সমালোচনা চর্চা বিতর্ক এসবতো কাজের অঙ্গ কিন্তু এর মাঝে যে জয়ের ইঙ্গিত সূচিত হয়েছে তা যেন আমরা এড়িয়ে না যাই। বিরোধি কণ্ঠকে কিছু একটা বলতেই হবে, তাইবলে এ দেশের সাথে যেন ইজরায়েলের তুলনা না করে, ও দেশের জনসংখ্যা এ দেশের মাত্র ০.৬৬ শতাংশ তা সত্ত্বেও ও দেশের চাইতে ২০.২ গুণ গতিতে এ দেশে ভ্যাকসিনেশন হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মানের সীমারেখায় করোনা কাল এ দেশকে এগিয়ে দিল। যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা বিদ্রুপ করছেন তখন কানাডা থেকে প্যাট্রিক ব্রাকম্যান উদ্দাত্ত ভঙ্গিতে বলছেন' ''Half of the vaccines Canada has administered were to Canada by India because Canada could not source enough'' বা অস্ট্রেলিয়া র ক্রিকেটার ম্যাথু হাইডেন আবেগী হয়ে যখন বলেন ' ''spend any time here to understand India'' . করোনা পরিসিতিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনেক অসুবিধা নানান রাজ্যে অস্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক ভাবে যে মোকাবিলা করেছে ভারত তা সারা বিশ্বের কাছে সমাদৃত। আমেরিকার কিছু জার্নাল কেন ভারত বিরোধী কথা লেখে বলুনতো? এ দেশের রাজনৈতিক বিরোধী দুর্বৃত্তায়নের জন্য। যেমন, রাহুল গান্ধীর ২৬ শে মে, ২০২১ দায়িত্ব জ্ঞানহীন ট্যুইট! নিউ ইয়র্ক টাইমস নাকি বলছে মোট কোভিড মৃত্যু ৪২ লাখ! অথচ অফিশিয়াল পরিসংখ্যান ছিল ৩,০৭,২৩১ -- সঙ্কটের মধ্যে যুদ্ধ মোকাবিলায় যতোই দক্ষতা এদেশ দেখাক না কেন উল্টো দলের বিরোধিতার সঙ্কটের মতো ভাইরাসের ভ্যাকসিন আপাতত হাতে নেই।

ইসিজি'র প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে কেন?

অসীম সুর চৌধুরী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা পরিসংখ্যান বলছে ফি বছর সারা পৃথিবীতে হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর ভারতে এটা ২১ লক্ষ্যের উপরে। তবে এটা ২০১৬-র হিসাব। নিঃসন্দেহে এই ক'বছরে সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। তাই করোনা কালেও বলতে হচ্ছে হৃদরোগের সমস্যাটা আরও ভয়ানক।

হৃৎপিন্ড স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে কিনা তা জানার জন্য বর্তমানে যে যন্ত্রটার সাহায্যে আমাদের প্রথমেই নিতে হয় তার নাম 'ইলেক্ট্রো কার্বিও গ্রাম' বা সংক্ষেপে 'ইসিজি'। দেখা যাচ্ছে যে হৃৎপিন্ডের ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খুব অল্প পরিমাণ এ সি ভোল্টেজ (কয়েক মিলি ভোল্ট) উৎপন্ন হয়। এই এ সি তরঙ্গগুলোর গতি প্রকৃতি ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে দেখা যায় এবং রেকর্ডও করা যায়। বস্তুত এই তরঙ্গগুলো বিশ্লেষণ করে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অন্যায়াসেই বলেদিতে পারেন যে ওই হৃদপিন্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

কিন্তু আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে হৃৎপেশীর চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদেরও কোনও ধারণাই ছিল না। এর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোলেজট উৎপন্ন হয় তা ছিল অজানা। কিন্তু একটা ঘটনার পর্যবেক্ষণ জীবন বিজ্ঞানীদেরএই ব্যাপারে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহিত করল।

১৭৮৬ সালের ঘটনা। তখন ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লুইগি গ্যালভানি' নামে একজন বিখ্যাত শারীরবিদ ছিলেন। একদিন গ্যালভানি কতগুলো কাটা ব্যাং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। এই কারণে ব্যাঙের কিছু কাটা পা লবণ জলে ভিজিয়ে পিতলের হুকে গেঁছে তিনি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর ঠিক নীচে একটা লোহার রেলিং ছিল। সেই সময় হাওয়ায় দুলে দুলে ব্যাঙের পা সেই লোহার রেলিংকে বার বার স্পর্শ করছিল। গ্যালভানি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে ব্যাঙের পা যখনই লোহার রেলিংয়ে ছোঁয়া লাগছে তখনই সেই পায়ের মাংশপেশী কুঁচকে গিয়ে আবার ছিটকে পড়ছে। অর্থাৎ ওই কাটা পায়ের মধ্যে যেন একটা স্পন্দন দেখা গেল। এর থেকে গ্যালভানির মনে ধারণা জন্মাল যে, ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশীতে আপনা থেকেই তড়িৎ জন্মেছে, আর যার ফলে ওইরকম স্পন্দন দেখা গিয়েছে। গ্যালভানির ধারণাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও প্রাণীদের মাংসপেশী সঞ্চালনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কিনা তা জনার কিন্তু সেই শুরু। তারপর নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে জীব বিজ্ঞানীরা জানতে পারেলেন যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সবসময় আমাদের দেহের হৃৎপেশীতে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে চলেছে। সেই ভোল্টেজ তরঙ্গের ছবি ইসিজি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই এবং তা রেকর্ডও করতে পারি। ইসিজি কীভাবে কাজকর্ম করে তা বুঝতে গেলে আগে হৃৎপিন্ড সম্বন্ধে কতগুলো তথ্য আমাদের জেনে নিতে হবে।

মানুষের হৃৎপিন্ডকে যদি প্রস্থচ্ছেদ করে আমরা দেখি তবে দেখতে পাব যে এতে মোট চারটে প্রকোষ্ঠ আছে। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটোর নাম 'বাম অলিন্দ' ও 'ডান অলিন্দ'। এবং নীচের দুটোর পরিচয় 'নাম নিলয়' ও 'ডান নিলয়' নামে। রক্তকে পাম্প করে আমাদের দেহের সমস্ত প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার পেছনে হৃৎপিন্ডের ওই চারটে প্রকোষ্ঠের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিন্ডে যে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের উদ্ভব হয় তার উৎস কোথায়? বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে ডান অলিন্দের একেবারে ওপরের দিকে একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো স্থান থেকে ওই বৈদুতিক ভোল্টেজের জন্ম হচ্ছে। এই স্থানটা 'পেশমেকার' বা 'সিনো অ্যাটারিয়ানল নোড' নামে পরিচিত। সংক্ষেপে একে এস এ নোডও বলা হয়। এই এস এ নোড কতকগুলো বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি যারা সমবসময় ইলেকট্রিক ভোল্টেজ উৎপন্ন করে চলেছে। এই বৈদ্যুতিক ভোল্টেজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল'। এই 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল' তরঙ্গ এরপর হৃৎপিন্ডের 'রায় কেন্দ্রস্থলের একটা বিন্দুতে পৌঁছায়, যার নাম 'অ্যাটারিও ভেন্ট্রিকুলার নোড সংক্ষেপে এ ভি নোড। তারপর কতগুলো তন্তুর সাহায্যে যাদের নাম 'পার্কিন্‌জ' তন্তু, এই তরঙ্গ সারা হৃৎপিন্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে হৃৎপিন্ডের চারটে প্রকোষ্ঠর মধ্যেই হৃৎপিন্ডের 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল' তরঙ্গগুলো বিরাজ করছে। হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই তরঙ্গগুলোর আকৃতিরও বদল ঘটে। ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে তরঙ্গগুলোর হুবহু লেখচিত্র আমরা পেয়ে যাই। প্রাণীদের হৃৎস্পন্দনের ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, এই কথাটা প্রথম প্রমাণ করেন ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কার্লো ম্যাটিইকসি, ১৮৩৮ সালে। কিন্তু মানুষের হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি প্রথম রেকর্ড করার কৃতিত্ব 'আগষ্টাস ওয়ালার'-এর ১৮৮৭ সালে। তিনি ক্যাপিলার ইলেক্‌ট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ওই কাজটা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ইসিজি যন্ত্রের জনক বলতে যাকে বোঝায় তিনি হলেন, প্রফেসর ইউলিয়াম এ্যাইনস্‌ওভেন। ১৯০৩ সালে তাঁর আবিষ্কৃত ইসিজি যন্ত্রের মূল বিত্তি ছিল স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার। এই ইসিজি নামটা তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২৪ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। কিন্তু এই স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার পদ্ধরি সাহায্যে হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি রেকর্ড করতে গিয়ে নানা অসুবিধা দেখা দিল। এই বাধাগুলো কীভাবে দূর হবে তা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৪৮ সালে সুইডেন-এর এক ইঞ্জিনিয়ার নাম রুনে এলম্‌কিউভিস্ট, সরাসরি রেকর্ড করার ক্ষমতাযুক্ত ইসিজি যন্ত্র তৈরি করেন। এই পদ্ধতিতে একটা ইস্ক জেট প্রিন্টার এর সাহায্যে সরাসরি ছক কাগজের উপর হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির লেখচিত্র এঁকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। বর্তমানে ইসিজি যন্ত্রের আরও অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এখন কম্পিউটারইজড ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতির তথ্য দেখা যায় এবং রেকর্ড করা যায়। ইজিসি পরিমাপের জন্য অনেকগুলো বিশেষ দরনের 'তার রোগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়। এই তারগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রোড'। সাধারণত দশটা 'ইলেকট্রোড' থাকে তবে তিনটে বা পাঁচটা 'ইলেকট্রোড' ও ব্যবহার হয়। দশটা 'ইলেকট্রোড'কে শরীরের দশ জায়গায় স্থাপন করা হয়। এগুলো হল বাঁ হাত ও ডান হাতের কবজি, বাঁ পা ও ডান পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে আর বাঁদিকে বুক যেখানে হৃৎপিন্ড অবস্থান করে সেখানে ছটা বিভিন্ন জায়গায়। এই দশটা 'ইলেকট্রোড'-এর তারের রং আলাদা আলাদা এবং কোন অঙ্গে কোন তার লাগানো হবে তা স্থির করা থাকে। একটা তালিকা করে ব্যাপারটা দেখানো হল। ইলেকট্রোডগুলো হাত, পা ও বুকের লাগানোর পর এদের 'লিড' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ডান পায়ে যে তার লাগানো হয় তাকে বলে আর এল লিড, বাঁ হাতে যে তার লাগানো হয় তার নাম এল এ লিড' ইত্যাদি। এইভাবে সমস্ত লিডগুলো বিভিন্নভাবে বিন্যাস ও সমবায়ের সাহায্যে মোট ১২ রকম ভাবে রেকর্ড করা হয়। এর ফলে ছক কাগজে ১২ ধরনের লেখচিত্র পাওয়া যায়। এই জন্য এর নাম '১২ লিড ইসিজি'। কীভাবে ইসিজি যন্ত্র কাজ করে ? খুব সহজ ও সাধারণভাবে বলা হচ্ছে। হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজের সৃষ্টি হয় তা দুটো লিড এর সাহায্যে ইসিজি যন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। যন্ত্রে ভিতর কয়েক ধাপ অ্যাম্প্লিফায়ার লাগানো থাকে। তার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজ ধাপে ধাপে বর্ধিত হয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারপর সেই বর্ধিত এ সি ভোল্টেজকে ইসিজি রেকর্ডরে নিয়ে আসা হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

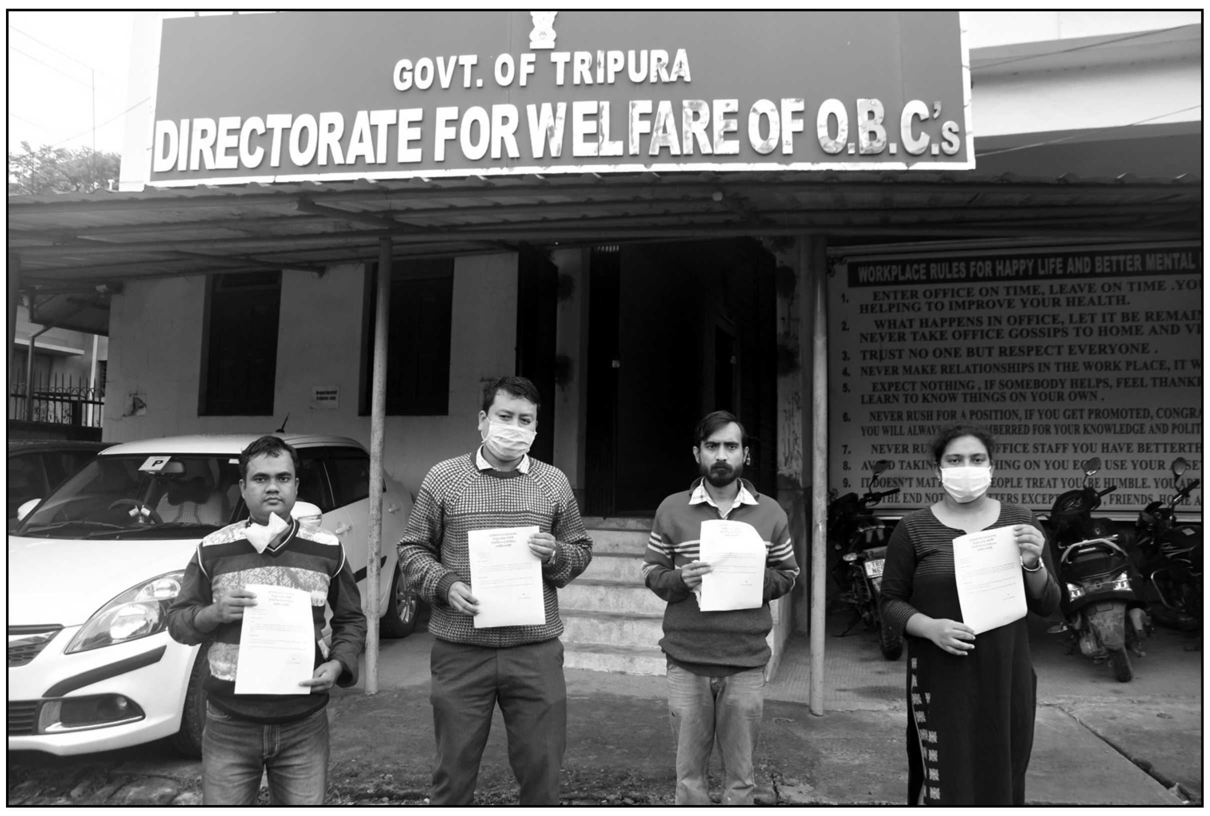

ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার সাথে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশান দিয়েছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি। ছবি ঃ নিজস্ব

'আফসপা' প্রত্যাহার করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি, সিদ্ধান্ত নাগাল্যান্ড মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে

নির্ধারিত সময়ের আগে মাঝপথে সমাপ্ত ঘোষণা হর্নবিন উৎসব

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের মন জেলায় সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য থেকে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট, ১৯৫৮; বাংলায় সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮ (আফসপা) প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরি চিঠি পাঠাবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, কোহিমার কিসামায় চলমান রাজ্যের প্রধান উৎসব 'হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল, ২০২১' মাঝপথে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আজ মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার এক জরুরি বৈঠক এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে।

রাজ্য সচিবালয়ে মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাবিনেট বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের তথ্য দিতে গিয়ে রাজ্য সরকারের মুখপাত্র তথা পরিকল্পনা মন্ত্রী নিবা ক্রনু বলেছেন, মম জেলায় সংঘটিত মর্মন্তুদ এবং পরবর্তী ঘটনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজ মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। অনুষ্ঠিত বৈঠকে মন জেলার ওটিং গ্রামে সংঘটিত ঘটনার তদন্ত করতে একজন আইজিপির নেতৃত্বে আরও চার আধিকারিককে নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এসআইটি তার তদন্ত শেষ করে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে।

তিনি জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য থেকে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট, ১৯৫৮ প্রত্যাহার করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জরুরি চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির কাছে কন্যাক ইউনিয়নের দাবি সংবলিত চিঠিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া মন জেলায় বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জেলাশাসক কর্তৃক জারিকৃত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে মন জেলা স্কুল শিক্ষা অধিদফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ৬ ডিসেম্বর থেকে যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের (স্টেট বোর্ড, সিবিএসই) পরীক্ষা চলার কথা ছিল, তা স্থগিত রাখা হয়েছে। পরীক্ষা স্থাগিত সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তেও মন্ত্রিসভা সায় দিয়েছে।

কেবল তা-ই নয়, কমিশনার-সচিব আই কিটো ঝিমোমি (আইআরএস) ঘোষণা করেছেন, রাজ্য মন্ত্রিসভা 'হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল, ২০২১' বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে মাঝপথে প্রধান উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তিনি নাগাল্যান্ড সরকারের তরফে পর্যটক এবং রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, মন-এর ঘটনা নাগাল্যান্ড ভ্রমণে পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করবে না। এ প্রসঙ্গে পর্যটকদের নাগাল্যান্ডের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ারও আহ্বান জানান কমিশনার-সচিব। ঝিমোমি আরও বলেন, আজ থেকে সব উৎসব বন্ধ থাকবে। তবে কারিগর ও তাঁদের দ্বারা পরিচালিত খাবারের স্টল এবং অন্যান্য বিপণি খোলা থাকবে।

উল্লেখ্য, মন জেলায় সংঘটিত ঘটনার পর 'হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল, ২০২১'-এ অংশগ্রহণকারী সকলেই উৎসব বন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। ৪ ডিসেম্বর মন জেলার ওটিং গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর সশস্ত্র হামলায় ১৫ জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে ছয়টি নাগা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত 'দ্য ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিউপিলসঅর্গানাইজেশন' (ইএনপিও) এবং 'কন্যাক ইউনিয়ন' চলমান হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল-২০২১-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার ঘোষণা করেছিল ঘটনার দিনএ। আজ রাজ্য সরকারও এই অনুষ্ঠান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১ ডিসেম্বর থেকে কোহিমার কিসামায় হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়ে ১৫ ডিয়েম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল।

দেশকে আত্মনির্ভর করতে হলে রাজ্য গুলিকে স্বনির্ভর হতে হবে : শিবরাজ

ভোপাল, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশকে আত্মনির্ভর করতে হলে রাজ্যগুলিকে আগে আত্মনির্ভর হতে হবে। বললেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মঙ্গলবার দিল্লিতে আয়োজিত স্টেটস পলিসি কনক্লেভ ২০২১-এ ভার্চুয়ালি অংশ নেন শিবরাজ সিং চৌহান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিবরাজ বলেছেন, 'দেশকে আত্মনির্ভর করতে হলে রাজ্যগুলিকে আগে আত্মনির্ভর হতে হবে। আত্মনির্ভর মধ্যপ্রদেশের চারটি স্তম্ভ হল অবকাঠামো, সুশাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান।' শিবরাজ সিং চৌহান আরও জানিয়েছেন, 'মধ্যপ্রদেশে অটল এক্সপ্রেসওয়ের মতো সড়ক প্রকল্প শুরু হয়েছে, তরুণদের উৎসাহিত করতে সিঙ্গাপুরের সহায়তায় বিশ্বব্যাপী স্কিল পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে। স্বাস্থ্যসেবা আমাদের সরকারের প্রধান প্রচেষ্টা এবং আমি বলতে গর্ববোধ করি যে মধ্যপ্রদেশ ভারতের ফার্মা সেন্টার।' শিবরাজ এদিন টুইট করে জানান, 'মধ্যপ্রদেশে বড় শিল্পকে স্বাগত জানানো হয়, এছাড়াও আমরা রাজ্যে এমএসএমই-এর একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে চাই, যাতে আমাদের যুবসমাজের জন্য দ্রুত গতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।'

পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে জিম সেন্টার উদ্বোধন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর

পাথারকান্দি (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে জিম সেন্টারের উদ্বোধন করছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। নিরোগ দেহ ও সুস্বাস্থ্য সুখের চাবিকাঠি। এই আপ্তবাক্যকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রতিটি চা বাগান এলাকার ছেলেমেয়েদের সুস্থ ও সুন্দর শরীর গঠনে একাধিক জিম সেন্টার স্থাপনের চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করছে বর্তমান বিজেপি শাসিত অসম সরকার। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই পাথারকান্দির বিধানসভা এলাকার চা বাগানগুলিও। পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের তৎপরতায় বেশ কয়েকটি চা বাগান এলাকায় ইচিমধ্যে জিম সেন্টারের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। বাকিগুলোতে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। হাতিখিরায় বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় যুবকদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে একটি অত্যাধুনিক জিম সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন বিধায়ক। এ উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে রোগ জীবাণু দূরে থাকে। শরীর হয় কর্মক্ষম। নবনির্মিত জিম সেন্টারে এলাকার তরুণ-তরুণীরা প্রতিদিন বিনামূল্যে শরীরচর্চা চালিয়ে যেতে পারবেন। আপাতত ক্ষুদ্র পরিসরে জিম সেন্টারগুলোর কাজকর্ম শুরু করা হলেও ধীরে ধীরে তার পরিধি বিস্তার হবে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সঞ্জীব দেবনাথ, সোনালী চৌধুরী, শ্যাম আকুড়া, রামসকল কৈরি সহ বেশ কয়েকজন।

রাজ্যসভায় অচলাবস্থার জন্য সরকারই দায়ী : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): শান্ত হচ্ছেই না সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। গত কয়েকদিনের মতো মঙ্গলবারও বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। রাজ্যসভায় অচলাবস্থার জন্য সরকারকেই দায়ী করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। পাশাপাশি রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদকে বরখাস্ত করা সংবিধান ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন খাড়গে। এদিন বিরোধীরা যৌথভাবে জানিয়েছেন, ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এদিন বরখাস্ত হওয়া ১২ জন সাংসদের ধর্ণাস্থলে আসেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চনও। সংসদের বাইরে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেছেন, '১২ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা নিয়ম বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক। রাজ্যসভায় অচলাবস্থার জন্য সরকার পুরোপুরি দায়ী। আমরা চেয়ারম্যান ও সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি, জানিয়েছি এভাবে সদস্যদের বরখাস্ত করতে পারবেন না। আগের বর্ষা অধিবেশনে যা ঘটেছে তার জন্য তাঁরা ভুলভাবে এবং অগণতান্ত্রিকভাবে ১২ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করেছে।' খাড়গে বলেছেন, 'আমরা রাজ্যসভার কাজকর্ম সহজতর করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, আমরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে বারবার দেখা করেছি, আমাদের মতামত তুলে ধরেছি যে সাংসদদের বরখাস্ত করা যেতে পারে শুধুমাত্র বিধি ২৫৬ অনুযায়ী।'

১৬০ বস্তা সুপারি বোঝাই চারটি মিনিট্রাক আটক করে বাজারিছড়া পুলিশকে সমঝে দিলেন জনতা

বাজারিছড়া (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবৈধ উপায়ে মিজোরাম থেকে অসমে পাচারের পথে ১৬০ বস্তা চারটি সুপারি বোঝাই চারটি মিনিট্রাক আটক করে বাজারিছড়া পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা। ট্রাক চারটিকে বাজেয়াপ্ত করে অবৈধ উপায়ে সুপারি পাচারের অভিযোগে আটক চার চালককে পিআর বন্ডে মুক্ত করে দিয়েছে পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা জানান, গতকাল সোমবার রাতে এএস ১০ সি ৭৭১৯, এমজেড ০১ এন ৫৭৩১, এএস ১১ ইসি ০৪৫৩ এবং এএস ১১ ডিসি ৫০৭৪ নম্বরের চারটি মিনিট্রাক অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী মেদলিছড়া দিয়ে অসম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। ট্রাকগুলি বাজারিছড়া থানাধীন রাঙ্গামাটি এলাকা অতিক্রম করার সময় আটক করেন স্থানীয়রা। তাঁরা খবর দেন পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে চারটি ট্রাক নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়।

ওসি জানান, একটি ট্রাকে ৪০ বস্তা করে মোট ১৬০ বস্তা কাঁচা সুপারি পাওয়া গেছে। ট্রাক বোঝাই সুপারিগুলোর কোনও বৈধ নথিপত্র না থাকায় পুলিশ এ সব বাজেয়াপ্ত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সুপারিগুলো চুরি করে পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ, জানান ওসি মনুরঞ্জন সিনহা।

দৈনিক সংক্রমণ ৮৮-হাজারের উর্ধ্বে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৮.১০ লক্ষাধিক

ওয়াশিংটন, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। কখনও দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও আবার কমে যাচ্ছে। দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮,৩৮০ জন, ফলে আমেরিকায় ৫০,১৪৮,৬৮০-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আগের দিনই আমেরিকায় দৈনিক কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭৮,১৩১ জন।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৬৭২ জনের। নতুন করে ৬৭২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ১০ হাজার ২৪৬ জনের। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,৬৭২,২৯৫ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৩৯-তে পৌঁছেছে।

চরণজিৎকে তোপ, কেজরিওয়াল বললেন পঞ্জাবে আপ ক্ষমতায় এলে বন্ধ হবে বালি চুরি

অমৃতসর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বালি চুরি নিয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের দাবি, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর চামকুর সাহিব বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই বিগত কয়েকদিন ধরে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন চলছে। বালি উত্তোলনের ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়ে কেজরিওয়াল বলেছেন, পঞ্জাবে আপ ক্ষমতায় এলেই বন্ধ হবে বালি চুরি।

মঙ্গলবার সকালে অমৃতসরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর চামকুর সাহিব বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই বিগত কয়েকদিন ধরে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন চলছে। তিনি এ বিষয়ে জানেন, এমনটা তো নয়।' তদন্তের দাবি জানিয়ে কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'তাঁর বিরুদ্ধে বালি চুরির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। পঞ্জাব জানতে চায় তিনি কী বেআইনি বালি খননের মালিক, তাঁর অংশীদারিত্ব আছে না-কি অন্যদের সুরক্ষা প্রদান করছেন। সত্য প্রকাশ্যে আসা উচিত। আপ ক্ষমতায় এলে আমরা এসব শেষ করব। তদন্ত করা উচিত এবং এফআইআর নথিভুক্ত করা উচিত।'

সড়কপথে সমস্ত গ্রামকে যুক্ত করার স্বপ্ন মোদীজির নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে : হেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপি সাংসদ ও প্রবীণ অভিনেত্রী হেমা মালিনী। মঙ্গলবার লোকসভায় হেমা মালিনী বলেছেন, দেশের প্রতিটি গ্রামকে সড়কপথে যুক্ত করার যে স্বপ্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেমা মালিনী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের, বিশেষ করে কৃষকদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। আমি এর জন্য আমার সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।'

স্বপ্নপূরণ হল পূর্ব উত্তর প্রদেশের, যা বিরোধীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল : যোগী

গোরক্ষপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): স্বপ্নপূরণ হয়েছে পূর্ব উত্তর প্রদেশের, যা বিরোধীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে এইমস গোরক্ষপুর ও গোরক্ষপুর ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই দাবি করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগী আদিত্যনাথ মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে বলেছেন, '১৯৯০ সালে বন্ধ হয়েছিল ফার্টিলাইজার কারখানাটি এবং ২০১৪ সাল পর্যন্ত পুনরায় চালু করার জন্য কেউ উদ্যোগ নেয়নি। গোরক্ষপুর ৪০ বছর ধরে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে লড়াই করেছে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে উত্তর প্রদেশ ১৭ কোটি ভ্যাকসিনের মাইলফলক ছুঁয়েছে।'

যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'আজকের এই উদ্বোধনী কর্মসূচী পূর্ব উত্তর প্রদেশের জনগণের জন্য একটি স্বপ্ন পূরণের মত, যা বিরোধীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিগত ৩০ বছরে উত্তর প্রদেশে ৫টি সরকার এসেছে এবং চলে গিয়েছে। গোরক্ষপুরের এই সার কারখানা চালু করার সাহস শুধুমাত্র বিজেপি সরকারেরই ছিল।' যোগী আদিত্যনাথ এদিন আরও বলেছেন, 'আগে গোরক্ষপুরের এনসেফালাইটিস রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্য পুনে-তে পাঠানো হত এবং যতক্ষণে নিশ্চিত হতে সময় লাগত ততক্ষণে রোগী হয় মারা যেত অথবা পক্ষাঘাত হয়ে জেট। বর্তমানে আমরা করোনা, এনসেফালাইটিস এবং অন্যান্য রোগ পরীক্ষা করার জন্য গোরক্ষপুরে আঞ্চলিক ভাইরাল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছি।'

ইরাকের বাসরাতে বিস্ফোরণে মৃত্যু ৪ জনের, জখম কমপক্ষে ২০ জন

বাগদাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বাসরাতে মোটরবাইক বোমা ফেটে প্রাণ হাড়ালেন ৪ জন। বিস্ফোরণে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন বলে বেসরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জখম হয়েছেন ৪ জন। এই হামলার নেপথ্যে ইসলামিক স্টেটের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত শহরটির একটি বড় হাসপাতালের কাছে বিস্ফোরণ হয়।

মোটরবাইকে ছিল বোমাটি। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কোনও জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে, এই হামলার নেপথ্যে ইসলামিক স্টেটের হাত রয়েছে বলে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন। বাসরার গভর্নর আসাদ আল-ইদানি জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে দায়েশের (ইসলামিক স্টেট) আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে।

যানজটে নাকাল পাথারকান্দি, সমস্যা নিরসনে ট্রাফিক পুলিশকে সক্রিয় হওয়ার দাবি

পাথারকান্দি (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভয়াবহ যানজট সমস্যায় নাকাল হচ্ছেন পাথারকান্দিবাসী। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাথারকান্দি শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ রেলওয়ে গেট পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যাম লেগেই থাকে। ফলে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে পথচারী থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ পড়ুয়া এবং অবশ্যই যানবাহন চালকদের। অথচ জ্বলন্ত এই সমস্যা নিরসনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে প্রচণ্ড ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা। তাই পাথারকান্দি থানার ট্রাফিক পুলিশকে জ্বলন্ত এই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন।

ইতিমধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে একাধিকবার স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

তীব্র যানজটের ফলে স্থানীয়রা অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে অবৈধ পার্কিং ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, বিগত ২০১৬ সায়লে রাজ্যে সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের তৎপরতায় এই যানজট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে থানা রোডে বেশকিছু সরকারি জমি অবৈধ দখলকারীদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এখানে একটি স্থায়ী মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণ করা হবে। অনুরূপভাবে বাইপাস চালু হওয়ার পরও যানজট সমস্যা কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে বলে আশা ছিল স্থানীয়দের। কিন্তু এত কিছুর পরও সমস্যা কাটছে না। পাথারকান্দি শহরের ব্যস্ততম তেমাথায় সকাল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত ক্রুইজার, সুমো, ম্যাক্স ও অ্যাপির মতো ছোট গাড়িগুলো অবৈধভাবে পার্কিং করে রাখার ফলে যানজট সমস্যা বেড়েই চলছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যস্ততম এই শহরে ট্রাফিক পুলিশ থাকে। কিন্তু ট্রাফিক ব্যবস্থার সবধরনের বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবৈধ পার্কিংকারীরা যানজট সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে তুলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ভয়াবহ এই যানজটের দরুন আপৎকালীন পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপকের মতো গাড়িও অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্ভূত সমস্যাও নিরসনে স্থানীয় নাগরিকরা পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এগিয়ে নিতে জোর দুই পররাষ্ট্রসচিবের

মনির হোসেন,ঢাকা,০৭ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশ ও ভারত তাদের অমীমাংসিত বিষয়গুলো সুরাহার পাশাপাশি সংযুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন ও ঢাকা সফররত ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার মধ্যে এই আলোচনা হয়। দুই প্রতিবেশী দেশের পররাষ্ট্রসচিবেরা তাঁদের মধ্যকার আলোচনার পর গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানান।

দুই দিনের সফরে সকালে ঢাকায় আসেন হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, তিনি দুপুরে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি। সফরের দ্বিতীয় দিন কাল বুধবার ভারতের পররাষ্ট্রসচিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এদিনই তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন।

বৈঠক সম্পর্ক পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে আমরা প্রায় ৫০ মিনিট আলোচনা করেছি। ভারতের সঙ্গে আমাদের অমীমাংসিত ও বহুমাত্রিক অনেক বিষয় রয়েছে। সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সামনের দিনে কীভাবে এগিয়ে যাব, সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফর করেছেন। এ বছরই ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বাংলাদেশে আসছেন, এটা একটা রেকর্ড। গতকাল আমরা মৈত্রী দিবস উদ্যাপন করেছি। সব মিলিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে একটা স্বর্ণযুগ চলছে। সেখানে সংযুক্তিসহ সামনের দিনের যে বিষয়গুলো আছে, পরিবেশ বান্ধব জ্বালানিতে সহযোগিতা, নতুন নতুন প্রযুক্তি সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। কীভাবে আরও অগ্রসর হতে পারি, তা নিয়ে কথা বলেছি।

মাসুদ বিন মোমেন বলেন, একইভাবে অমীমাংসিত বিষয় যেগুলো আছে, সেগুলোর কীভাবে সমাধান করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের সীমান্ত কীভাবে আরও শান্তিপূর্ণ করা যায়, সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের বাণিজ্য বাড়ানো, করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। করোনার আরও নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট আসতে পারে। তাই এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ কখনোই নিরাপদ থাকবে না, যদি ভারত নিরাপদ না থাকে।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বাংলায় গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে বলেন, বাংলাদেশে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমি আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করব। সন্ধ্যায় ভারতীয় হাইকমিশনারের বাসায় পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব। কাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। ডিসেম্বর মাস বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ১৬ ডিসেম্বর উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশে আসবেন।

হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ভালোভাবে যাচ্ছে। দুই দেশের একসঙ্গে উদ্যাপন বিরল। বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ ১৯৭১ সালে জীবন উৎসর্গ করেছিল। স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছিল। আপনাদের বিজয় দিবসের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত। ভারতের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে আসছেন। এটা তাঁর প্রথম বাংলাদেশ সফর। গত মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঢাকায় এসেছিলেন। সেটি ছিল কোভিডের সময় তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। এতে সম্পর্কের তাৎপর্য প্রতিফলিত। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সম্পর্কের সোনালি অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি। দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রে বড় কোনো বাধা নেই। কীভাবে সামনের দিনগুলোতে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সবুজ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডিজিটাল সহযোগিতা নিয়ে কথা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যুক্ত। এতে দুই দেশের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সংযুক্তি নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা জানান, ১৯৬৫ সালের আগের ছয়টি সংযুক্তির মধ্যে পাঁচটি চালু হয়েছে, ষষ্ঠটি আগামী বছর শেষ হবে। আখাউড়া-আগরতলা নতুন প্রকল্প আগামী বছর চালু হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খুব শিগগির দিল্লি সফরের বিষয়ে জানতে চাইলে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বলেন,আমরা চাই তিনি ভারত সফর করুন। গত মার্চে ঢাকা সফরের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এটি এখনো বহাল। দুই দেশের মধ্যে এ সফর সুবিধাজনক কোন সময়ে করা যায়, তা নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে বিশেষ করে অমিক্রনের কারণে উদ্বেগ আছে। তবে যত শিগগির সম্ভব তিনি ভারত সফর করুন, আমরা এটা চাই।

হরেকরকম

পশুরা কেন মানুষের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে

জর্জ অরওয়েলের ‘অ্যানিমেল ফার্ম’ প্রথম প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে ১৯৪৫ সালের ১৭ অগাস্ট যুক্তরাজ্যে। উপন্যাসটিকে আপাতদৃষ্টিতে নিছক রূপকথার গল্প মনে হলেও মূলত এটি রুশ বিপ্লবের পরবর্তী রাশিয়ার অবস্থা নিয়ে একটি বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস।

উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত কাহিনি: ম্যানর ফার্মের মালিক মি. জোনস ফার্মের জন্তুদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করতো। তাদেরকে দিয়ে কাজ করাতো বেশি, কিন্তু খাবার দিতো কম। জন্তুদেরকে ন্যূনতম খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতো কেবল তাদেরকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য।

একসময় ফার্মের জন্তুগুলো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মূলত ফার্মের সবচেয়ে প্রবীণ জন্তু ‘বুড়ো মেজর’ নামের এক শূকর জন্তুদের মধ্যে এই বিদ্রোহের বীজ বপন করে। এক রাতে মি. জোনস যখন নেশা করে ঘুমাচ্ছিলো, তখন বুড়ো মেজর এক গোপন সভার আয়োজন করে ফার্মের বার্নে। একে একে কুকুর ব্লুবেল, জেসি, পিনশার, শূকরের দল, ঘোড়া বক্সার আর ক্লোভার, ছাগল মুরিয়েল, গাধা বেনজামিন, মুরগি ও কবুতরের দলসহ ফার্মের অন্যান্য সব জন্তু সভায় উপস্থিত হলো।

সবার সামনে বক্তৃতা দিলো মেজর। সে সব জন্তুদের চোখে নতুন এক স্বপ্ন এঁকে দিলো। যে স্বপ্ন স্বাধীনতার, যে স্বপ্ন মানুষের অত্যাচার থেকে মুক্তির। মেজর সব জন্তুদের বোঝাতে লাগলো যে মানুষ পশুদের দিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করায়, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার দেয়, কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেললে কসাইখানায় বিক্রি করে দেয়। মানুষের কারণে গরুরা তাদের বাচ্চাদের সাধ্যমত দুধ দিতে পারে না, মুরগিরা তাদের ডিম থেকে সাধ্যমত বাচ্চা উৎপাদন করতে পারেনা।

মেজর পশুদের বোঝায় যে মানুষেরা পশুদের শত্রু। এই শত্রুদের মোকাবেলা করে নিজেদের স্বাধীন করতে হবে। সভার শেষের দিকে মেজর সব জন্তুদের ‘বিস্টস অব ইংল্যান্ড’ নামের একটা গান শিখিয়ে দেয়। এই গানটাই জন্তুদেরকে বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে।

এ সভার কিছুদিন পর মারা যায় মেজর। কিন্তু জন্তুদের চোখে থেকে মুছে যায়নি তার দেখানো স্বপ্ন, কণ্ঠ থেকে হারিয়ে যায়নি তার শেখানো ‘বিস্টস অব ইংল্যান্ড’। মেজরের দেখানো স্বপ্নকে তারা নাম দিলো ‘জন্তু মতবাদ’। এই মতবাদ অনুসারে- মানুষ জন্তুদের শত্রু। জন্তুরা সবাই সমান। জন্তুরা সবাই মিলে উৎপাদনকার্যে অংশ নেবে আর নিজেদের উৎপাদন নিজেরা ভোগ করবে। জন্তরা সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। জন্তু মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করতে হবে।

অবশেষে একদিন ফার্মের সব জন্তরা মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শূকর স্নোবল, নেপোলিয়ন আর স্কয়েলারের নেতৃত্বে মি. জোনসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো আর মি.জোনস তার চাকরবাকর নিয়ে ফার্ম থেকে পালিয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হলো ‘জন্তু মতবাদ’। ‘ম্যানর ফার্ম’ এর নাম বদলে রাখা হলো ‘অ্যানিমেল ফার্ম’। স্নোবল আর নেপোলিয়ন জন্তুদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো। জন্তুদের জন্য সাতটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো, যা লিখে দেওয়া হলো ফার্মের দেয়ালে।

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো নীতিগুলো শূকররা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে দিল। একটি নীতিও শেষপর্যন্ত টিকলো না। পশুদের মধ্যে শূকর শ্রেণি ছিল তুলনামূলক বুদ্ধিমান আর চালাক। তাই তারাই জন্তুদের নেতৃত্ব দিতে লাগলো। ধীরে ধীরে শূকর শ্রেণি স্বার্থপর হয়ে উঠতে লাগলো। জন্তু মতবাদ অনুসারে সব জন্তুর সমান খাবার পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শূকররা নিয়ম করে দিল যে আপেল আর গরুর দুধ কেবল শূকররাই খাবে। অন্য জন্তুরা খাবে না। কারণ হিসেবে শূকর স্কয়েলার ব্যাখ্যা দিলো যে- শূকরেরা পশুদেরকে আর খামারকে পরিচালনা করে আর এটা অনেক কঠিন একটা কাজ। এই কাজের জন্য শরীরকে সুস্থ রাখা জরুরি। দুধ আর আপেল শরীরের জন্য পুষ্টিকর। তাই শূকররাই কেবল এসব খাবে। বোকা পশুগুলো এই ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট হলো।

ওদিকে মি. জোনস পালিয়ে গিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে রইলো না। একদিন সে দলবল নিয়ে এসে অ্যানিমেল ফার্মে আক্রমণ করলো। জন্তুরাও তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শেষমেশ মি. জোনস আবারও পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। পশুরা এই যুদ্ধের নাম দিলো ‘গো-শালার যুদ্ধ’।

স্নোবল আর নেপোলিয়নের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলো না। বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা লেগেই ছিল। বিশেষ করে উইন্ডমিল প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল বিরোধ হয়েছিলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে নেপোলিয়নের পোষা কিছু কুকুর একদিন অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে স্নোবলের উপর। স্নোবল কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে শুরু হয় নেপোলিয়নের স্বৈরশাসন। সে নিজেকে শূকর কমিটির তথা পশুদের নেতা ঘোষণা করে। স্কয়েলার দুধ আর আপেলের মতোই স্নোবলকে বিতাড়িত করার আর নেপোলিয়নের নিজেকে নেতা ঘোষণা করার পক্ষে চাতুর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়, এমনকি স্নোবলের নামে কুৎসা রটিয়ে দেয়, যা বোকাসোকা পশুরা মেনে নেয়। এরপর থেকে উপন্যাসে আর কখনও স্নোবলকে দেখা যায় না। তবে বিভিন্ন সময়ে ফার্মে রব ওঠে যে স্নোবল আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে আর অ্যানিমেল ফার্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

নেপোলিয়ন পশুদের উপর নানা ধরণের অন্যায় করতে থাকে আর স্কয়েলার সেসবের মুখরোচক ব্যাখ্যা দেয়, যা পশুরা সরলমনে মেনে নেয়। উইন্ডমিল প্রতিষ্ঠার জন্য নেপোলিয়ন পশুদের কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলো। এমনকি ছুটির দিনও পশুদের উপর কাজ চাপিয়ে দিলো। এক সময় সে মানুষের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করলো, যা ছিলো জন্তু মতবাদের নীতিবিরোধী। কিন্তু স্কয়েলার বরাবরের মতোই একাজের ব্যাখ্যা দিলো জন্তুদের কাছে।

এক সময় নেপোলিয়ন মানুষের কাছে খামারের মুরগিদের ডিম বিক্রি শুরু করলো। তাতে কিছু মুরগি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হলো। নেপোলিয়ন বিদ্রোহী মুরগিগুলোকে হত্যা করে ফেলল। অন্যান্য কিছু পশুদেরকেও সে নানা অভিযোগে হত্যা করলো। পশুদের বিভিন্ন সভায় ‘বিস্টস অব ইংল্যান্ড’ গাওয়া হতো। কিন্তু নেপোলিয়ন গানটা নিষিদ্ধ করে দিলো আর তার স্থলে চালু করলো শূকর কবি মিনিমাস রচিত ভিন্ন একটি গান।

জন্তু মতবাদের নীতিগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগলো। শূকরেরা বিছানায় ঘুমাতে আরম্ভ করলো, ফিতা পড়তে লাগলো, মদ্যপান আরম্ভ করলো- এসবই ছিলো জন্তু মতবাদের নীতিবিরোধী।

এক সময় অ্যানিমেল ফার্মে উইন্ডমিল প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু পরবর্তীতে উইন্ডমিলের যুদ্ধে উইন্ডমিলটি ধ্বংস করে দেয় পাশের খামারের মালিক ফ্রেডরিকের বাহিনি। অবশ্য এই যুদ্ধে জিতেছিলো জন্তুরা।

অ্যানিমেল ফার্মের শক্তিশালী ঘোড়া বক্সার ছিল কঠোর পরিশ্রমী আর নেপোলিয়নের একনিষ্ঠ বাধ্যগত। কিন্তু বুড়ো হয়ে সে যখন কাজের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তখন নেপোলিয়ন তাকে কসাইখানায় বিক্রি করে দেয় আর স্কয়েলার জন্তুদেরকে বোঝায় যে অসুস্থ বক্সারকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এভাবেই শোচনীয় জীবনাবসান ঘটে বক্সারের।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় নেপোলিয়ন পার্শবর্তী খামারের মালিক পিলকিংটনের সঙ্গে এক বৈঠকে যোগ দেয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের কথা পাকাপাকি করে। এই বৈঠকে সে ‘অ্যানিমেল ফার্ম’ এর নাম পরিবর্তন করে পুনরায় ‘ম্যানর ফার্ম’ রাখে।

উপন্যাসটিকে আপাতদৃষ্টিতে নিছক রূপকথার গল্প মনে হলেও জর্জ অরওয়েল মূলত এ উপন্যাসে রুশ বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার অবস্থাকেই চিত্রায়িত করেছেন। শূকর বুড়ো মেজরকে লেখক ভ্লাদিমির লেলিনের রূপক হিসেবে তুলে ধরেছেন। যেসব জন্তুরা মি. জোনসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলো মেজর। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের বিদ্রোহীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন লেলিন।

মি. জোনসকে চিত্রায়িত করা হয়েছে রাশিয়ার সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস হিসেবে, রুশ বিপ্লবে যার পতন হয়। মি. জোনস যেমন অত্যাচারী খামার মালিক ছিলেন, তেমনি দ্বিতীয় নিকোলাসও এতোই অত্যাচারী শাসক ছিলেন যে তার রাজনৈতিক শত্রুরা তার নাম দিয়েছিলো ‘নিকোলাস দ্যা ব্লাডি’। উপন্যাসের ‘জন্তু মতবাদ’ দ্বারা রূপায়িত করা হয়েছে সমাজতন্ত্রকে, যা রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রুশ বিপ্লবের ফলে বলশেভিকরা রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে। এ বলশেভিকরা নিজেদেরকে রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির নেতা হিসেবে বিবেচনা করতো। কাজেই তাদের প্রতিমূর্তি ফুটে ওঠে উপন্যাসের শূকর শ্রেণিদের মধ্যে। স্নোবল আর নেপোলিয়ন মূলত যথাক্রমে লিওন ত্রোতস্কি ও জোসেফ স্তালিনেরই রূপক। স্তালিন ১৯২৯ সালে মতবিরোধের কারণে ত্রোতস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত করেন, যা নেপোলিয়ন কর্তৃক স্নোবলকে বিতাড়িত করার ঘটনায় চিত্রায়িত হয়েছে।

স্তালিন ১৯৩০ সালে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। তিনি নিজের ক্ষমতা শক্ত করার জন্য নানারকম নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের পথ বেছে নেন, নেপোলিয়নের কর্মকাণ্ডে যার প্রতিফলন দেখা যায়। স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানিকে পরাজিত করে। উপন্যাসে হিটলারকে চিত্রিত করা হয়েছে ফ্রেডরিক হিসেবে, উইন্ডমিলের যুদ্ধে নেপোলিয়ন যাকে পরাজিত করে। উপন্যাসের বক্সার দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণিকে, যারা স্তালিনের কথায় উঠতো-বসতো ও কঠোর পরিশ্রম করতো।

এভাবেই উপন্যাসটির অন্যান্য ঘটনাও রুশ বিপ্লবের পরবর্তী রাশিয়ার বিভিন্ন ঘটনাকে ফুটিয়ে তুলেছে, যা বিজ্ঞ পাঠকরা একটু মনোযোগ সহকারে পড়লেই বুঝতে পারবেন। উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে যেমন বড়রা উপভোগ করতে পারবেন, তেমনি শিশুরাও উপন্যাসটিকে রূপকথার গল্প হিসেবে পড়ে আনন্দ পাবে।

মাছের ডাক্তার

শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, পানির নিচে প্রবাল প্রাচীরের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের রোগী মাছ। মানুষের মধ্যে যেমন ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে রোগীরা লাইন ধরে বসে থাকে, ঠিক তেমনি।

মানুষ যেমন মহামারীতে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে চলে, রোগী মাছ কাজটি করে অনেক আগে থেকেই। রোগী মাছদের মধ্যে গায়ে গায়ে কোন ঠেসাঠেসি, ধাক্কাধাক্কি নেই। আগে ডাক্তার দেখানোর জন্য সিরিয়াল পেতে শক্তিশালী শিকারি মাছগুলো সামান্যতম গায়ের জোর খাটায় না। কারণ তারা জানে তাদের অসহিষ্ণুতার জন্য চিকিৎসক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে পারেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই।

মাছের ডাক্তার কেন?

মানুষের মত মাছদেরও বিভিন্ন রোগ হয়। মাছেরা পানির নিচে বসবাস করলে কি হবে, সেই পানির প্রবাল প্রাচীরে আস্তানা গাড়া বিষাক্ত ময়লা আবর্জনা, মাছের শরীরের উপর জমা হয়। পানিতে ঘুরে বেড়ায় জানা অজানা হাজারও রকম জীবাণু। রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী-ছত্রাক। এসবের কারণে মাছের চামড়ায় ঘা হয়।

বিজ্ঞানীরা জানান, মাছের সবচেয়ে বিপদজনক রোগের উদ্ভব হয় এসব পরজীবীর আক্রমণ থেকে। এছাড়া অনেক সময় মাছের আঁশের নিচে ছোট ছোট পোকামাকড় বাসা বাঁধে। এসব ক্ষতিকারক পরজীবী বা প্যারাসাইট পরিষ্কার না করলে অকালে মারা যায় মাছ। এজন্য দরকার হয় মাছের ডাক্তার। মাছেরা যখন বুঝতে পারে তারা পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তখন তারা মাছের ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়।

মাছের ডাক্তার চেনার উপায় কী?

তবে ডাক্তার মাছরা কি করে বুঝবে কাদের চিকিৎসার দরকার? প্রবাল প্রাচীরের আশপাশে ঘুরে বেড়ানো সব মাছকেই তো আর পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব না। তাই আপন মনে রোগী মাছদেরকেই খুঁজে বের করে নিতে হয়, কোথায় রয়েছে মাছের ডাক্তার। মানুষ ডাক্তারের মত মাছের ডাক্তারদের কোন নেমপ্লেট নেই। ডাক্তার মাছদের চেনার উপায় হচ্ছে, এসব মাছের থাকে চোখ ধাঁধানো রঙ। এই চটকদার রঙ বেশিরভাগ সময়েই হয় টুকটুকে লাল অথবা হলদে কালোয় মিশানো। যার সঙ্গে মেশানো থাকে নীল রঙের কারুকাজ।

যেসব ডাক্তার মাছ পানির নিচে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেওয়ার জন্য রীতিমতো চেম্বার খুলে বসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে রেসিমাছ, গারা রুফা মাছ, পাইলট মাছ ও অ্যাঞ্জেল নামক মাছ। সাগরে এক প্রজাতির বড় চিংড়ি মাছও তার হাত-পা, অ্যান্টেনা দিয়ে ডাক্তারি করতে খুব ওস্তাদ। এসব ডাক্তার মাছের চেম্বারে এসে রোগী মাছকে জানাতে হয়, আমাদের চিকিৎসার দরকার। তারপর নানা ধরনের অসংখ্য রোগী মাছের ভিড়ে সিরিয়াল নিয়ে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে লাইনে দাঁড়াতে হয়।

মাছের ডাক্তার কী চিকিৎসা করে?

মজার ব্যাপার হলো, মানুষের যেমন বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য আলাদা আলাদা চিকিৎসক থাকেন তেমনি মাছদের ক্ষেত্রেও রোগ সারানোর জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক। সুঁচালো মুখের চিকিৎসক মাছেরা, রোগী মাছের আঁশের নিচে লুকিয়ে থাকা পরজীবী বা অন্য কোন ধরণের ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে দেয়। অন্যদিকে ক্ষুরের মতো মুখের ডাক্তার মাছেরা হলো বিশেষজ্ঞ সার্জন। এই মাছ রোগী মাছের ত্বকের উপর জড়িয়ে থাকা পরজীবীদের দক্ষ সার্জনের মত কেটে শেষ করে দেয়।

এসব ডাক্তার মাছের মধ্যে এক শ্রেণীর ডেন্টিস্ট মাছও রয়েছে। যারা বড় শুধু দাঁতওয়ালা মাছদের দাঁতের চিকিৎসা করে। প্রবাল দ্বীপে দাঁতওয়ালা মাছের মুখে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া জন্মে। তাই এই মাছকে শরণাপন্ন হতে হয় দাঁতের ডাক্তারের কাছে। তারপর রোগী মাছকে তার ফুলকা খাড়া করে, কান ও মুখ খুলে ডাক্তার মাছকে দেখাতে হয়। ডাক্তার মাছ সময় নিয়ে সুনিপুণ চিকিৎসা দেয়। নির্ভয়ে মাছের মুখের ভেতর, ফুলকার ভেতর ঢুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দাঁত ও মুখের ঘা পরিষ্কার করে দেয়।

ব্যাকটেরিয়াজনিত ঘা রোগের জন্য ডাক্তার মাছ প্রথমে তার মুখ দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে ঘায়ের উপরের ময়লা সরিয়ে ক্ষতস্থানটি জীবাণুমুক্ত করে। তারপর নিজের মুখে থাকা প্রাকৃতিক মলম ঘায়ের ওপর লাগিয়ে দেয়। আর তাতেই শতভাগ আরোগ্য লাভ করে রোগী মাছ। সত্যিই আজব ব্যাপার তাই না!

মাছের ডাক্তার এখন মানুষের ডাক্তার

ডাক্তার মাছ নামে পরিচিত ছোট আকারের এই মাছগুলো আজকাল মানুষের চিকিৎসাও করছে। এসব মাছের ডাক্তার বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানুষের একাধিক চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। যেমন, পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিসে, হাড়ের জোড়ের ব্যথা ও চর্মরোগের কার্যকর থেরাপির নাম ইচোথেরাপি। দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই থেরাপি।

অভিজাত হোটেলে এ মাছের ডাক্তার দিয়ে স্পা থেরাপি করা হয়। রোগীর শরীরের হাত-পা কিংবা পুরো শরীর পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। ডাক্তার মাছ এসে রোগীর শরীর থেকে খুটে খুটে খাবার খায়। এর সাহায্যে ক্ষত পরিষ্কার হয়ে যায়। এতেই সেরে যায় রোগ। জাপান, তুরস্ক, দুবাইসহ বেশ কয়েকটি দেশে এ চিকিৎসার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

অক্সফোর্ড জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী অ্যালন ইভানস বলেন, “সোরেসিসে আক্রান্ত ৮৮ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, ইচোথেরাপির মাধ্যমে তাদের সোরেসিস সম্পূর্ণ সারিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে এর কোনো পরীক্ষা হয়নি, তবে ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন সারাতে খুবই উপকার করছে এই ডাক্তার মাছ।”

মাছের ডাক্তাররা সারাজীবন তাদের এই ডাক্তারি চালিয়ে যেতে পারে না। মানুষের মতো তাদেরও কর্মজীবন থেকে এক সময় অবসর নিতেই হয়।

ঘরেই করতে পারেন চুলের স্পা

চুলের আর্দতা ধরে রাখতে সপ্তাহে একদিন স্পা করা উপকারী।

প্রতিদিনকার দূষণ, ধুলাবালি চুলের ক্ষতি করে। এছাড়াও তাপীয় যন্ত্র ব্যবহার ও রং করা চুলের জন্য ক্ষতিকর। আর এসব থেকে চুল রক্ষা করতে স্পা উপকারী।

স্যালনে না গিয়েও নিজেই চুলে স্পা করার ধাপ সমূহ সম্পর্কে জানা যায় ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে।

মাথের ত্বকে তেল দিয়ে মালিশ করা

চুলে স্পা করার প্রথম পর্যায়ে চুল মসৃণ করতে ও মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এর মালিশ করা প্রয়োজন। চুলের উপকারী যে কোনো তেল যেমন- নারিকেল বা জলপাইয়ের তেল মাথার ত্বকে আলতোভাবে মালিশ করুন। এতে মানসিক চাপ কমবে ও আরাম অনুভূত হবে।

‘স্টিমার’ বা গরম তোয়ালে দিয়ে মাথায় ভাপ নেওয়া

তেল যেন মাথার ত্বকে প্রবেশ করে ও কিউটিকলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাই পরের ধাপে গরম পানিতে তোয়ালে ডুবিয়ে পানি চিপে ফেলে মাথায় চুলসহ পেঁচিয়ে ভাপ দিতে হবে। তোয়ালে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত একই কাজ করতে থাকুন। পরের ধাপে যাওয়ার আগে অন্তত ১৫ মিনিট ঠিক মতো ভাপ দিতে হবে।

তেল ধুয়ে ফেলা

এই পর্যায়ে সালফেট মুক্ত মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে হবে। ভালো মতো শ্যাম্পু করে চুলের সব ময়লা দূর করতে হবে।

স্পা ক্রিম ব্যবহার

‘হেয়ার স্পা’র গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল গভীর থেকে কন্ডিশন করে এমন স্পা ক্রিম ব্যবহার করা।

ক্রিমের বদলে কেউ চাইলে ঘরে তৈরি উপাদান দিয়ে ‘হেয়ার মাস্ক’ ব্যবহার করতে পারেন। দই, ডিম, কলা ও মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে চুলে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

ধোয়া

শেষ ধাপে চুল ধুয়ে স্পা ক্রিম দূর করে নিন। স্পায়ের পরে চুল শুকানোর জন্য তোয়ালে দিয়ে জোরে ঘষবেন না বা ‘ব্লো ড্রাই’ করবেন না বরং প্রাকৃতিক বাতাসে চুল শুকাতে দিন।

অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অবশিষ্ট খাবার রাখার জন্য উপযুক্ত নয়

সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করলে রেফ্রিজারেইটরে খাবার চারদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। অনেকেই খাবার সংরক্ষণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করেন, যা সঠিক উপায় নয়। যে কারণে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করা ঠিক নয় ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেল’য়ের বরাত দিয়ে, রিডার’স ডাইজেস্টের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, “আমাদের মতো ব্যাক্টেরিয়ার বেঁচে থাকতেও বাতাসের প্রয়োজন। খাবারে বিষক্রিয়া তৈরি করে এরকম কিছু ব্যাক্টেরিয়া আছে যা উচ্চ তাপেও নষ্ট হয় না।”

“গরম খাবার ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় দুই ঘণ্টার বেশি রাখলে দ্রুত ব্যাক্টেরিয়া জন্মে।” খাবারের বাড়তি অংশ সংরক্ষণে অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এতে খাবার সম্পূর্ণ বায়ুরোধী অবস্থায় থাকে না। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ, লিন্ডসে ম্যালন বলেন, “বাতাস প্রবেশ করায় এতে দ্রুত ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। তাই সংরক্ষক সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা প্রয়োজন। না হলে খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।”

গবেষণায় দেখা গেছে এক শতাংশ ওমেগা-থ্রি গ্রহণ অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়

বেস্টলাইফ ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, আইএমআইএম - এর ‘কার্ডিওভাসকুলার রিস্ক অ্যান্ড নিউট্রিশন রিসার্চ গ্রুপ’য়ের গবেষণার লেখক অ্যালেক্স সালা-ভিলা বলেন, “নিয়মিত তৈলাক্ত মাছ খাবার তালিকায় যুক্ত করে রক্তে এই অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি করা আয়ু প্রায় পাঁচ বছর বাড়ানো সক্ষম।”

তিনি আরও বলেন, “নিয়মিত ধূমপান জীবন থেকে প্রায় ৪.৭ বছর আয়ু কমিয়ে ফেলে যা ওমেগা-ত্রি গ্রহণ করার মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব।”

গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, রক্তে চার ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

এর মধ্যে দুটি স্যাচুরেইটেড অ্যাসিড রয়েছে যা উচ্চ মাত্রায় গ্রহণ হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। সালা-ভিলা বলেন, “সব স্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরের জন্য খারাপ নয়।”

গবেষকরা গবেষণার উপসংহারে জানান, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব ভিন্ন হতে পারে।

সালা-ভিলা বলেন, “গবেষণার ফলাফল তুচ্ছ নয়। সঠিক খাদ্যাভ্যাস জীবনে যাপনে আমূল পরিবর্তন আনে। তাই, এটা শুরু করতে খুব বেশি দেরি করা বা তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়।”

‘দি আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন’ সপ্তাহে দুবার তৈলাক্ত মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেয়।

গবেষকরা বলছেন, তারা জনসংখ্যার একটি বড় অংশের ওপর ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে আরও গবেষণা করবেন।

একই সময়ে ‘আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন’ সপ্তাহে দুদিন তৈলাক্ত মাছ যেমন- স্যামন, ম্যাকারেল, হেরিং, লেক ট্রুট, সার্ডিন ও টুনা ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দেয়। প্রতি পরিবেশনে ৩.৫ আউন্স রান্না করা তৈলাক্ত মাছ বা এক কাপ গুঁড়া মাছ খাওয়া যেতে পারে বলে জানান, বিশেষজ্ঞরা।

অন্য আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি মাছ খাওয়া আয়ু বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও ভূমিকা রাখে। ওমেগা-থ্রি নিয়ে করা এটাই প্রথম গবেষণা নয়। ২০১৮ সালে বিএমজি’তে প্রকাশিত ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত গড়ে ৭৪ বছর বয়সি ২,৬২২ জনের ওপর করা গবেষণা থেকে জানা যায় তারা কোনো মানসিক বা শারীরিক দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন কি-না।

রক্তে ওমেগা-থ্রি তেলের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, রক্তে এর মাত্রা বেশি থাকা বয়সের ছাপ ও অস্বাস্থ্যকর বলিরেখা ১৮ শতাংশ পর্যন্ত ধীর করতে পারে। জানা যায়, নিউ ইয়র্ক টাইমস’য়ের প্রতিবেদন থেকে। “আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সামদ্রিক মাছ থেকে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড গ্রহণ করেছেন তারা দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনযাপন করেন। তাই, বেশি সামুদ্রিক মাছ খাওয়া উচিত,” বলেন, গবেষণার প্রধান লেখক ও ট্রাফট ইউনিভার্সিটির ‘পোস্ট ডক্টরাল ফেলো’, হেইডি টি.এম.লাই।

মঙ্গলবার আগরতলায় জনজাতিদের জন্য অতিথিশালার উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ছবি ঃ নিজস্ব।

শিলচরের মেহেরপুরে গৃহস্থের বাড়িতে অভিনব কৌশলে ডাকাতি, চাঞ্চল্য এলাকায়

শিলচর (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচর শহরে ফের দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এবার অভিনব কৌশলে পুলিশের নাম ব্যবহার করে গৃহকর্তার ঘর থেকে ডাকাতের দল হাতিয়ে নিয়েছে সোনা গয়না সহ মূল্যবান জিনিসপত্র। ঘটনা মঙ্গলবার রাত প্রায় দুটা নাগাদ মেহেরপুরের কুয়ারপাড় পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন আরসি গোয়ালা লেনের বাসিন্দা ব্যবসায়ী লালবাবু সিঙের বাড়িতে সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, অস্ত্রধারী ডাকাতের দল লালবাবু সিঙের বাড়ির মূল গেট ভেঙে ভেতর ঢুকে। এর পর তারা মূল ঘরের গ্রিলে সাঁটা তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে অবাধে লুণ্ঠন চালায়। বাড়ির গৃহস্থ পুরাতন লোহা সামগ্রীর ব্যবসায়ী লালবাবু সিং জানিয়েছেন, রাত আনুমানিক দুটা নাগাদ প্রথমে তাঁর স্ত্রী গ্রিলের তালা ভাঙার মতো বিকট শব্দ শুনতে পান। তখন অল্পবিস্তর বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টির শব্দের জন্য স্ত্রীর কথায় লালবাবু প্রথমে কান দেননি। মুহূর্তের মধ্যেই মুখে কালো কাপড় বাঁধা ১৪/১৫ জনের দল ঘরের ভেতর প্রবেশ করে তৎপরতা শুরু করে। লালবাবু কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুলিশ বাড়িতে রেইড করেছে বলে জানায় ডাকাতরা। ততক্ষণে তাঁর হাত পা বেঁধে ফেলে আগন্তুকরা। তাই তাঁর আর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, বাড়িতে ডাকাতের দল হানা দিয়েছে। এছাড়া ব্যবসায়ী লালবাবুর বাড়িতে কিন্তু পুলিশ রেইডের কোনও কারণও নেই। ডাকাতরা তড়িঘড়ি দ্বিতলে ওঠে দরজা ভেঙে পাঁচটি কোঠায় তছনছ শুরু করে। ডাকাতদের হাতে ছিল দুই নলের দুটি বন্ধুক, তলোয়ার, ধারালো দা, শাবল, রড, লাঠি, জানান লালবাবু।

তিনি জানান, ঘরের স্টিল আলমিরা ভেঙে নগদ টাকা এবং স্ত্রীর সোনা-গয়না, মঙ্গলসূত্র সহ বিয়ের অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়েছে ডাকাতরা। হাত পা-বাঁধা অবস্থায় ঠায় ডাকাত দলের লুণ্ঠন অভিযান প্রত্যক্ষ করা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না লালবাবু সিঙের কাছে। নগদ ১৫ লক্ষ টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়েছে ডাকাতরা, দাবি লালবাবুর। এছাড়া ডাকাতরা বাড়ির ভাড়াটে ব্যক্তিদের ঘর থেকে কয়েকটি দামি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেটও হাতিয়ে নিয়েছে। এভাবে বাড়িতে প্রায় আধঘণ্টার মতো তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে ডাকাতের দল, জানান ভুক্তভোগী সিংবাবু।

ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকালে পুলিশ সুপার রমণদীপ কৌর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন, রাঙ্গিরখাড়ি শহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সমরজিৎ রায়, ঘুংঘুর শহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু এই খবর লেখা পর্যন্ত ডাকাত দলের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এদিকে ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা সহ গোটা শিলচর শহরে আতঙ্ক বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, মেহেরপুর এলাকায় ঘনঘন নিশিকুটুম্বের হানায় তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে সাধারণ জনজীবন। কিছুদিন পর পর মেহেরপুরের লালমাটি লেন, পুষ্পবিহার লেনে চুরির ঘটনা সংগঠিত হলেও কোনও ঘটনার কিনারা করতে পারেনি শিলচর পুলিশ। ফলস্বরূপ চোরের দল অবাধে শহরের অসংখ্য মটরবাইক, দামি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট সহ নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মাইবাং ডেজিগনেটেড ক্যাম্পে ডিএনএলএ জঙ্গিদের হাতে তিন ব্যক্তির মৃত্যু, গ্রেফতার স্বঘোষিত ডেপুটি সিএনসি সহ পাঁচ

হাফলং (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : তিন ব্যক্তিকে খুনের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের উগ্রপন্থী সংগঠনের স্বঘোষিত ডেপুটি সিএনসি প্রীতমজিৎ জিডুং সহ মোট পাঁচ ডিএনএলএ সদস্যকে।

ডিমা হাসাও জেলার মহকুমা সদর মাইবাঙে অবস্থিত ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের ডেজিগনেটেড ক্যাম্পে এই পাঁচ সদস্য দুজনকে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ১৩ নভেম্বর অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার পর ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের ৪৬ জন সদস্যের আস্তানা ছিল মাইবাঙের মানিগিপুর ডেজিগনেটেড ক্যাম্প। কিন্তু অস্ত্রবিরতিতে এসে গ্রাউন্ডরুল ভঙ্গ করে খুনের মামলায় জড়িয়ে এবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে জঙ্গি সংগঠনটি। রবিবার রাতে লাংটিং থেকে ছয় গ্রামবাসীকে তুলে এনে তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালায় ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা।

ডিমা হাসাও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রনীল বরুয়া ঘটনা সম্পর্কে জানান, রবিবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের ডেপুটি সিএনসি সহ মোট পাঁচ জনের একটি দল তাদের ডেজিগনেটেড ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে লাংটিং থেকে ছয় ব্যক্তিকে গাড়িতে করে তুলে এন অমানবিক অত্যাচার চালায়। লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারপিট করে তারা। মারের চোটে দুই নিরীহ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটার পাশাপাশি বাকি চার ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রনীল বরুয়া বলেন, খবর পেয়ে গতকাল সোমবার বিকেলে তিনি মাইবাং মানিগিপুর ডেজিগনেটেড ক্যাম্পে গিয়ে মৃত দুই ব্যক্তির মৃতদেহ বাথরুম থেকে উদ্ধার করার পাশাপাশি গুরুতরভাবে জখম চারজনকে উদ্ধার করেন। তবে সে সময় ডিএনএলএ ডেজিগনেটেড ক্যাম্পের অন্য আরেকটি রুম থেকে গুরুতরভাবে আহত আরও পাঁচ ডিএনএলএ সদস্যকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তাদের হাফলং সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, জখম পাঁচ ডিএনএলএ সদস্যের মধ্যে আজ মঙ্গলবার সকালে হাফলং সিভিল হাসপাতালে একজনের মৃত্যু ঘটেছে। তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের ডেপুটি সিএনসি সহ মোট পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এরা ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের ডেপুটি সিএনসি প্রীতমজিৎ জিডুং ওরফে গালাও এবং চার সদস্য যথাক্রমে জুদিনান হাফলংবার ওরফে আমেরিকা, ডিফলজিং লাংথাসা ওরফে দাওরাজা, নবজিৎ ফংলো ওরফে নাগাহোজা এবং নতুনজয় নুনিসাকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশি জেরায় এই পাঁচ অভিযুক্ত হত্যার কথা স্বীকার করেছে। আজ বিকেলে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত পাঁচ ডিএনএলএ সদস্যকে হাফলং সিজেএম কোর্টে তোলা হয়েছে।

এদিকে অন্য একসূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি মাইবাং মানিগিপুর ডেজিগনেটেড ক্যাম্প থেকে পাঁচ ডিএনএলএ সদস্য পালিয়ে গিয়েছিল। তার পর এদের ধরে ক্যাম্পে আনা হয়। অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ক্যাম্পের একটি কোঠায় বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। তবে সোমবার গুরুতর জখম সদস্যদের উদ্ধার করে পুলিশ।

ডিএনএলএ জঙ্গিদের প্রচণ্ড মারপিটে গতকাল যে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তাদের রামসেন লাংথাসা, বিমল গোস্বামী এবং আজ মঙ্গলবার সকালে হাফলং সরকারি হাসপাতালে নিহতকে ডিএনএল সদস্য অপরাথ লাংথাসা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মন্দেশ লাংথাসা (৩৪), রমেশ হাগজার (৪২) রাজু আরদাও (১৮) অবিনাশ থাওসেন (১৮), নিরিংদাও বাটারি (১৯), জমুনাসিং হাসনু (২৬), জয়প্রজিত নুনিসা (২২) এবং দেপোলাল ডিব্রাগেডে।

এদিকে ডিমাসাদের সর্বোচ্চ সংগঠন জাদিখে নাইশো হসম ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের আমানবিক এই কাজের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীকে তুলে এনে এভাবে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা দুঃখজনক এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে জাদিখে নাইশো হসম। তথাকথিত ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন যাতে গ্রাউন্ডরুল মেনে চলে তার জন্য সরকার তথা জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

অন্যদিকে লাংটিং থেকে যে ছয় নিরীহ গ্রামবাসীকে তুলে নিয়ে এসে ডিএনএলএ জঙ্গিরা অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে দুজনকে হত্যা করেছে, এর প্রতিবাদে লাংটিং এলাকার সাধারণ মানুষ এক প্রতিবাদী মিছিল বের করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত টি-৫৫ট্যাংক মাউন্টেন হাউটজার গান বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে পাক হানদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত একটি টি-৫৫ ট্যাংক (বর্তমানে অকেজো) ও একটি ৭৫/২৪ মি:মি: মাউন্টেন হাউটজার গান বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টায় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত সরকারের এ-উপহার বাংলাদেশকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে থেকে যশোর ৫৫ পদাতিক ব্যাটলিয়নের লে: কর্নেল আশরাফ আলী ভারতের পেট্রাপোল বন্দর এলাকা থেকে এ ভারী যান ২টি গ্রহণ করেন। এসময় বন্দর উপ পরিচালক মামুন তরফদার সহ বন্দর ও বিজিবিবি এসএফ—এর উচ্চপদস্ত কর্মকর্তারা উপস্তিত ছিলেন।

উপহার হিসেবে পাওয়া ট্যাংকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের নিকট এবং মাউন্টেন হাউটজার গানটি ঢাকা সেনানিবাসে স্থান্তর করা হবে।

বিজয়ের মাসে ভারতের দেওয়া এ-উপহার একটি মাইলফলক ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইন্ডয়া জার্নালিস্ট ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি দৈনিক প্রতিদিনের কথা পত্রিকার প্রকাশক সম্পাদক বেনাপোলের মেয়র মো. আশরাফুল আলম (লিটন)। তিনি বলেন, বাঙ্গালী জাতী ও বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভারতের অবদান বাংলাদেশের মানুষ আজীবন স্মরণ রাখবে। আর এ-উপহার পাকহানদাদের দোসরদের মনে করাতে সক্ষম হবে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ মুক্ত করেছিলেন।

বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ পরিচালক (ট্রাফিক) মামুনকবীর তরফদার জানান, ট্যাংক এবং মাউন্টেন হাউটজার গান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের তত্তাবাধানে জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ ও ঢাকা সেনানিবাসে পৌছানো হবে। উল্লেখ্য, এর আগে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শেষে ভারতে নিয়ে যাওয়া ৬টি কামান (মুজিবব্যাটারি) উপহার হিসেবে ফেরত দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

এর মধ্যে ২০১১ সালের ২১ জুন ২টি ও ১৯ ডিসেম্বর ৪টি কামান ফেরত দেওয়া হয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন সময়ে দু'দেশের সেনাবাহিনীর বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রশিক্ষিত কুকুর, ঘোড়া ও কম্পিউটার উপহার দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনুপ। ---হিন্দুস্থান সমাচার /

এইমস ও সারের প্ল্যান্ট পেল গোরক্ষপুর, প্রধানমন্ত্রী বললেন উদ্দেশ্য ভালো হলে দুর্যোগও বাধা হয় না

গোরক্ষপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): অনেক বছরের প্রতীক্ষার পর অবসান। এইমস ও ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট পেলেন গোরক্ষপুরের জনগণ। মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এইমস গোরক্ষপুর, গোরক্ষপুর ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট প্রভৃতি। ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে গোরক্ষপুর এইমস। উদ্বোধনী উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, '৫ বছর আগে গোরক্ষপুরে এইমস ও ফার্টিলাইজার কারখানার শিলান্যাস করতে এসেছিলাম আমি। আজ এই দু''টিই একসঙ্গে চালু করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আইসিএমআর-এর আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র নিজস্ব ভবন পেয়েছে। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। গোরক্ষপুরে ফার্টিলাইজার কারখানা ও এইমস-এর সূচনা অনেক বার্তা দিচ্ছে। যখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হয়, তখন কাজও দ্বিগুণ গতিতে হয়। ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে দুর্যোগও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।' গোরক্ষপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যখন গরিব, শোষিত ও নিপীড়িতদের জন্য ভাবনাচিন্তা করার এমন সরকার থাকে, তখন কঠোর পরিশ্রমও করে ও ফলাফলও দেখায়। ২০১৪ সালে আমি যখন সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন দেশে ফার্টিলাইজার সেক্টরের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা ছিল। দেশের অনেক সার কারখানা বছরের পর বছর বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আমরা ইউরিয়ার অপব্যবহার বন্ধ করেছি। আমরা কোটি কোটি কৃষককে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড দিয়েছি যাতে তাঁরা জানতে পারেন তাঁদের খেতের জন্য জন্য কী ধরনের সার প্রয়োজন। আমরা ইউরিয়ার উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছি। বন্ধ থাকা সার কারখানা পুনরায় চালু করার জন্য জোর দিয়েছি। দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হওয়া ৫টি সার কারখানা চালু হওয়ার পর দেশে অতিরিক্ত ৬০ লক্ষ টন ইউরিয়া পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ভারতকে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাঠাতে হবে না, ভারতের টাকা ভারতেই খরচ হবে।

শিলচরের জ্যোতিলাল চৌধুরী সহ রাজ্যের ২৩ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে অসম সাহিত্যিক পেনশন

গুয়াহাটি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচরের জ্যোতিলাল চৌধুরী সহ রাজ্যের ২৩ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসম সাহিত্যিক পেনশন পেলেন। আজ মঙ্গলবার সাহিত্য অকাডেমি বিজয়ী হোমেন বরগোহাঞিের জন্মদিনে গুয়াহাটি শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাহিত্যিক পেনশনের শংসাপত্র ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

বরিষ্ঠ সামবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ কাছাড় কলেজের ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতিলাল চৌধুরী ২০২১ সালের সাহিত্য পেনশন পাওয়ায় খুশি উপত্যকার সাহিত্যিক তথা বৌদ্ধিক মহল। জ্যোতিলাল চৌধুরীর অন্যতম বই 'গ্লিমসেস অব ব্রিটিশরাজ ইন বরাক ভ্যালি'-র জন্য তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০২১ সালের অসম সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন এই সাহিত্য পেনশন প্রাপকরা যথাক্রমে জ্যোতিলাল চৌধুরী, ড় অনিল শইগকিয়া, কালিনাথ পাংগিং, দিলীপকুমার শর্মা, মাখনলাল বারই, মানিকলাল মাহাতো, বিনোদ ভাগবতী, উৎপল দত্ত, নবীনকুমার বরুয়া, রাজেন্দ্রনাথ শর্মা, দীপঙ্কর রঞ্জন কর, তুষারকান্তি সাহা, তপন দাস, নীলমোহন রায়, ড় লক্ষ্যহীরা দাস, বিশ্বেশ্বর বসুমতারি, অরবিন্দ উজির, মণ্ডলসিং বে, বাণেশ্বর বসুমাতারী, ড় মঙ্গলসিং হাজোয়ারি, রণু হাজরিকা, নবীনমল্ল বড়ো এবং লক্ষ্মীকান্ত দাস।

আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু, অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ সহ বিভাগীয় আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

১৬০ বস্তা সুপারি বোঝাই চারটি মিনিট্রাক আটক করে বাজারিছড়া পুলিশকে সমঝে দিলেন জনতা

বাজারিছড়া (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবৈধ উপায়ে মিজোরাম থেকে অসমে পাচারের পথে ১৬০ বস্তা চারটি সুপারি বোঝাই চারটি মিনিট্রাক আটক করে বাজারিছড়া পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা। ট্রাক চারটিকে বাজেয়াপ্ত করে অবৈধ উপায়ে সুপারি পাচারের অভিযোগে আটক চার চালককে পিআর বন্ডে মুক্ত করে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা জানান, গতকাল সোমবার রাতে এএস ১০ সি ৭৭১৯, এমজেড ০১ এন ৫৭৩১, এএস ১১ ইসি ০৪৫৩ এবং এএস ১১ ডিসি ৫০৭৪ নম্বরের চারটি মিনিট্রাক অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী মেদলিছড়া দিয়ে অসম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। ট্রাকগুলি বাজারিছড়া থানাধীন রাঙ্গামাটি এলাকা অতিক্রম করার সময় আটক করেন স্থানীয়রা। তাঁরা খবর দেন পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে চারটি ট্রাক নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়। ওসি জানান, একটি ট্রাকে ৪০ বস্তা করে মোট ১৬০ বস্তা কাঁচা সুপারি পাওয়া গেছে। ট্রাক বোঝাই সুপারিগুলোর কোনও বৈধ নথিপত্র না থাকায় পুলিশ এ সব বাজেয়াপ্ত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সুপারিগুলো চুরি করে পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ, জানান ওসি মনুরঞ্জন সিনহা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া কলকাতা পুরভোট করা সম্ভব নয় : শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : "বিধানসভা ভোটের পরে ২৫ হাজার হিংসার ঘটনা। কলকাতাতেও ৫০০-র বেশি এফআইআর আছে। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে বিজেপি কর্মীরা। প্রচুর দলীয় কর্মী খুন হয়েছেন।"মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রশ্নে রাজভবনের উল্টো সুর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের, 'কলকাতা পুরভোটে আপাতত দরকার নেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর', রাজভবনকে জানিয়ে দিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। কমিশন রাজভবনকে জানিয়েছে 'রাজ্য প্রশাসন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিচ্ছে', 'পুলিশ মোতায়েনের ফর্মুলায় আশ্বস্ত কমিশন', 'সেক্ষেত্রে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ দিয়ে পুরভোট করাতে সমস্যা নেই'।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় বৈঠকে অনুপস্থিতির জেরে মিমি, নুসরতকে শো-কজ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : সংসদীয় দলের বৈঠকে গরহাজির থাকায় নুসরত-মিমিকে কারণ দর্শানোর চিঠি দিল দল। অভিষেকের উপস্থিতিতে সংসদীয় দলের বৈঠকে কেন অনুপস্থিত? নুসরত জাহান, মিমি চক্রবর্তীর কাছে কারণ জানতে চাইল দল। সেই সঙ্গে, দলীয় সাংসদদের বৈঠকে ফের অভিষেকের নিশানায় কংগ্রেস। তিনি বলেন, 'বাংলায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে কংগ্রেস, বিরোধী ঐক্য নেই। আমরা গোয়ার মতো রাজ্যে গেলেই বিরোধী ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এটাই দ্বিচারিতা, কংগ্রেসের চেয়ে আমাদের কৌশল ভিন্ন হতে হবে। এরপরে আমরা কোন রাজ্যে যাব, সেটা এখনই প্রকাশ্যে আনছি না। যে রাজ্যে আমরা ছাপ ফেলতে পারব সেখানেই যাব।' মঙ্গলবার সংসদ ভবনে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বার্তা অভিষেকের বলে সূত্রের খবর। 'বিজেপির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে। আমাদের জনগণের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।' সংসদ ভবনে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বার্তা অভিষেকের।

মানস জাতীয় উদ্যানে সম্বরের হামলায় হত ব্যক্তি

বাকসা (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত মানস জাতীয় উদ্যানে সংঘটিত হয়েছে আরেকটি দুর্ঘটনা। একটি সম্বর (বারো শৃঙ্গের পার্বতী হরিণ)-এর হামলায় জনৈক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে উদ্যানের অন্তর্গত বাঁশবাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন গিয়াতি গ্রামের বিরসা খারিয়া (৭০) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ মঙ্গলবার ভোররাতে প্রকৃতির ডাকে তাঁর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন। তখন আচমকা তাঁর ওপর হামলা চালায়। হরিণটির দীর্ঘ ও শক্ত শিঙের আঘাতে বিরসা খারিয়ার হাত, উরু, বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন দিনমজুর প্রৌঢ় বিরসা খারিয়া।

ঘটনার খবর পেয়ে সকালের দিকে পুলিশ ও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত বিরসার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে তাঁর মৃতদেহের ময়না তদন্তে করে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব শ্রিংলা দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে

মনির হোসেন,ঢাকা,০৭ ডিসেম্বর।। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা দুই দিনের সফরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পৌঁছেছেন। মঙ্গলবার (৭ ডিসেম্বর) সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন।

সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। বুধবার ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গেছে। এছাড়া মঙ্গলবার তিনি সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক "নেইবারহুড ফার্স পলিসি" এর অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি। এই বছরে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। মৈত্রী দিবস উদযাপনের একদিন পর পররাষ্ট্র সচিবের বাংলাদেশে সফর দুই দেশের মধ্যে বিস্তৃত সহযোগিতা পর্যালোচনা করার সুযোগ দেবে বলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এই সফরে ১৫ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের বাংলাদেশ সফরের প্রস্তুতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব।

প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তা নির্মাণের কাজে মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। কাঁকড়াছড়া থেকে হলুদিয়া যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তা নির্মাণের কাজে মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।'উন্নয়নের নামে অনুন্নয়নে ক্ষোভে ফুঁসছে আম-জনতা। 'চলো পাল্টাইয়ে'র বিজেপি সরকারের একাংশ দপ্তর মাত্র ৪৪ মাসেই যেন নিম্নমানের কাজ ও দুর্নীতির চাঁদরে মোরে রয়েছে। , যেখানে 'এক ত্রিপুরা-শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গড়তে নেতা-মন্ত্রীদের মুখে বরাবরের মতোই লক্ষণীয়ঃ 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ' সেই জায়গায় বর্তমানে চলছে উন্নয়নের নামে 'সবকা সাথ-সবকা বিনাশ'।

উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত পূর্ত দপ্তর কর্তৃক কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের কাঁকড়াছড়া থেকে হলুদিয়া যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় নামকাওয়াস্তে উন্নয়নের নামে পাকা রাস্তা সহ সাইড ওয়ালের কাজ চলছে। যেখানে লক্ষণীয়,ব্যবহৃত প্রত্যেকটা ইট খুবই নিম্নমানের। এছাড়াও আশ্চর্যের বিষয় হলো, যা দেখলে চোখ অনেকটা কপালে উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা। সাইড ওয়ালটিতে ইটের প্লাস্টারিং-এ সিমেন্ট ও বালির পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে এক প্রকার কাঁদা জাতীয় মাটি। জানা গেছে, এই নিম্নমান ও দুর্নীতিপরায়ন কাজটির ইম্পেমেন্টিং অফিসার তথা ইঞ্জিনিয়ার তেলিয়ামুড়া পূর্ত দপ্তরের অধীন কর্মরত অভিজিৎ সরকার। কাজটি বর্তমানে ঠিকেদার চিনু দাসের তত্ত্বাবধানেই চলছে, এমনটাই জানা গেছে। এই নিম্নমান কাজের দরুণেই ক্ষোভে ফেঁটে পড়ছে স্থানীয় জনগণ। বিবরণে জানা যায়, আজ থেকে বিগত ৩ মাস পূর্বে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় কাঁকরাছড়া 'এডিসি' ভিলেজ এলাকায় কাঁকড়াছড়া থেকে হলুদিয়া যাতায়াতের মূল রাস্তাটি সহ রাস্তার পার্শবর্তী সাইড ওয়ালের কাজ শুরু হয় ।কাজ চলছে জোরকদমে। কিন্তু কাজের গুণগত মান পুরোই নিম্নমান প্রকৃতির। এমনটাই অভিযোগ করেন স্থানীয় এলাকাবাসী। আজ থেকে ৭ দিন পূর্বে রাস্তার পার্শবর্তী তৈরি ১০ ইঞ্চি সাইড ওয়ালের কাজ পরিসমাপ্তি হলেও ওয়ালটি মজবুত না হওয়াই ওয়ালটির মধ্যে দেখা যায় ফাটল। শুধু তাই নয়,যেখানে সঠিক মাত্রায় ইট-সিমেন্ট-বালি প্রয়োগে ৭২ ঘন্টার মধ্যেই ওয়াল মজবুত হয়ে যাওয়ার কথা সেই জায়গায় আজ ৭ দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও সামান্য হাত দিয়ে টান দিলেই উঠিয়ে নেওয়া যায় ১০ ইঞ্চি ওয়ালে প্লাস্টারিং করা প্রত্যেকটা ইট।

স্থানীয় জনগণ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেন এই এলাকার মধ্যে রাস্তা সহ সাইড ওয়ালটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে খুবই নিম্নমানের ইট সহ সিমেন্ট। বালির পরিবর্তে কাঁদা জাতীয় মাটি। যার দরুন হালকা বৃষ্টিতেই ১০ ইঞ্চি সাইড ওয়ালটি আজ দোলনার মতো হেলছে আর দুলছে ও তৎসঙ্গে ওয়ালটিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলঃ স্বরূপ স্থানীয় জনগণ নিয়োজিত শ্রমিকদের এখন এই নিম্নমান প্রকৃতির কাজ ও দুর্নীতি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি তাদের দাবি অতি শীঘ্রই যেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও ঠিকেদার কর্মস্থল পরিদর্শনে এসে নিম্নমানের আদলে তৈরি রাস্তার পার্শবর্তী সাইড ওয়ালটি ভেঙে পুনরায় সমতুল্য পরিমাপে ইট সিমেন্ট ও বালি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। নয়তো স্থানীয় জনগণ আগামী দিনে তাদের এলাকার মধ্যে উন্নয়নের নামে অনুন্নয়নের এই রকম নিম্নমান বিশিষ্ট কাজ করতে দেবে না শ্রমিকদের। এখন দেখার বিষয় দুর্নীতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে আদৌও কোন তদন্ত কমিটি গঠন করে কি না প্রশাসন - নাকি বরাবরের মতোই রইবে শীত ঘুমে আচ্ছন্ন !

বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার বেহাল অবস্থা, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। এক পশলা বৃষ্টিতেই ধলাই জেলার আমবাসা জাতীয় সড়কের জল নিষ্কাশনের ড্রেইন ভেঙ্গে তলিয়ে গেল। তাতে সমস্যা আরো চরম আকার ধারণ করেছে ।আমবাসা বাজারের জাতীয় সড়কের পাশে চলছে জল নিষ্কাশন এর ড্রেইনের কাজ। বিগত চার মাস ধরে চলছে এই কাজ। এই ড্রেইনের কাজের ফলে ব্যবসায়ীদের অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক ব্যবসায়ীদের দোকানে চলাচল করার মত ব্যবস্থা নেই। ড্রেইন কেটে দোকানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। যার ফলে ব্যবসায়ীরা চাইছে অতিসত্বর কাজটি সম্পন্ন হোক। কিন্তু কাজ চলছে অতি নিম্নমানের। এন এইচ ডি সি এল এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সংস্থার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। যার ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে ব্যবসায়ীরা কথা বলতে পারছে না। সোমবার ও মঙ্গলবার দিনভর হালকা বৃষ্টির ফলে ড্রেইনের অর্ধেক অংশ ভেঙে পড়েছে। তাতে সমস্যা আরো চরম আকার ধারণ করেছে ।যার ফলে ক্ষোভ দেখা দেয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আমবাসা বাজার কমিটির সেক্রেটারি অমৃতা রায় জানায় বৃষ্টির ফলে ড্রেইনের অনেকটা অংশ ভেঙে গেছে, ড্রেইনের রড গুলি আরোও মজবুত করা দরকার ছিল। মহকুমা শাসক এবং পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা কাজ তদারকি করলেও কাজের গুণগত মান বজায় রাখা হয়নি বলে অভিযোগ। আগরতলার মানব দেব নামে এক ঠিকাদার কাজের দায়িত্বে রয়েছে। কিন্তু ঠিকাদার বাবু কাজটি অতি নিম্নমানের করিয়ে যাচ্ছেন। কাজের জায়গায় উনাকে পাওয়া যায় না বলেও অভিমত ব্যবসায়ীদের। এদিকে এ কাজটি শুরুতে পরিদর্শন করেছিলেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা ।তিনি বলেছিলেন আমবাসাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা জল নিষ্কাশন।, তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য জল নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গত দুদিনের বৃষ্টিতে কিল্লা এলাকার রাস্তাঘাট বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ভঙ্গুর রাস্তায় জল জমে যাতায়াত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। দ্রুত কিল্লা এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। গত দুই দিনের সামান্য বৃষ্টিতে কিল্লা এডিসি এলাকার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার অবস্থা। বেহাল অবস্থার জন্য জল জমে আছে। বিশেষ করে কিল্লা এডিসি এলাকার তৈরুপা বাড়ি,মৈথুলং বাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় জল জমে আছে। ফলে এই রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটা চলা যেমন কষ্টকর, ঠিক তেমনি গাড়ি,দ্বিচক্রযান চলাচল করা খুবই কষ্টকর ।অপর দিকে তৈরুপা বাড়ি এলাকার কনিষ্ঠ মোহন জমাতিয়া জানান, যখন ভোট আসে তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা এসে পায়ে ধরে দাদু, কাকু,মামা বলে ভোট চায় ।তখন সব প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দিয়ে যায় ।আর ভোট শেষ হলে সব ভুলে যায়। আক্ষেপ করে কনিষ্ঠ মোহন আরো বলেন,এলাকায় বিদ্যুৎ নেই,খাওয়ার জন্য পানীয় জল নেই ।বহুবার দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েও কিছুই লাভ হচ্ছে না। রাস্তা গুলির বেহাল অবস্থার জন্য গাড়ি সহ দ্বিচক্র যান বাহন চলাচল করা খুবই কষ্ট সাধ্য ।এমন কি গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে ।বহুবার এডিসি প্রশাসন থেকে শুরু করে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পূর্ত দপ্তরে জানিয়েও কিছুই কাজ হচ্ছে না ।এলাকাবাসির দাবি অতিসত্বর কিল্লার বিভিন্ন এডিসি এলাকায় রাস্তাঘাট মেরামতি করে চলাচলের জন্য ব্যবস্থা করে দেবার ।পাশাপাশি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত করা,পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ।এসব দাবি পূরণে স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিরা এগিয়ে না আসলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আর তাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো ধরনের অবনতি ঘটে প্রশাসনকেই এজন্য দায়ী থাকতে হবে বলেও তারা জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ ডিসেম্বর।। বিলোনীয়া প্রাণী সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে জেলা স্তরে প্রশাসনিক উপ অধিকর্তার কার্যালয় গড়ে উঠলেও মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণে তেমন কোনো সদর্থক ভূমিকা নিতে পারেনি দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক,ফলে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা উপ অধিকর্তার কার্যালয়টি কি শুধু সাইনবোর্ড সর্বস্ব,অভিযোগ আধিকারিক যিনি আছেন তার কোনো সদর্থক ভূমিকা না থাকার কারণে প্রাণী পালক ভাইরা তাদের কার্য্য ক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যেখানে রাজ্য সরকার এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন রাজ্যে সর্ব ক্ষেত্রে প্রাণী পালনের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থান হউক সেটা দক্ষিণ জেলার আধিকারিকের কল্যাণে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। অভিযোগ এই বিষয়টি নিয়ে প্রাণী পালকদের মধ্যে ও ক্ষোভ হচ্ছে,প্রশাসন এবং রাজ্য মন্ত্রী সভার এই বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া উচিত,নাহলে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে স্বনির্ভর করার জন্য আন্তরিক ভাবে যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা ধুলোয় পর্যবসিত হবে বলা বাহুল্য। জেলা প্রশাসনিক পরিকাঠামো থাকা সত্বেও জেলা এ. আই ত্বদ্রদ্রন্স্খদ্রথন্ঠদ্র কার্যালয়,জেলা প্রাণী রোগ অনুসন্ধানাগার স্থাপন করতে পারেনি তাছাড়া জেলা ভিত্তিক পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলার জন্য সদর্থক ভূমিকা দেখায়নি।

বিলোনীয়ায় সিভিক অ্যাকসন কর্মসূচি বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ ডিসেম্বর।। সিভিক অ্যাকসান কর্মসূচি হিসাবে মঙ্গলবার মতাই কমিউনিটি হলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ২০০ নং ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য শিবির। এলাকার দুস মানুষ এদিন স্বাস্থ্য শিবিরের পরিষেবা নেওয়ার জন্য অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরন করা হয়। এছাড়া ও সীমান্তবর্তী এলাকার যুবকদের সেনাবাহিনীতে কর্মসংস্থানের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্পের সূচনা হয় যাতে আগামীদিন সীমান্তবর্তী এলাকার যুবকরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে তারজন্য তাদের শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ২০০ নং ব্যাটেলিয়ন বিএসএফ এর উদ্যোগে।এছাড়া এদিনের কর্মসূচিতে নবোদয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় জলের ট্যেংক ও জলের ফিল্টার। স্বাস্থ্য শিবির ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বিএসএফ২০০ নং ব্যাটেলিয়ন উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর ২জ্জঙ্খ এস বিনয় কুমার,অ্যাসিষ্টেন্ট কমান্ডেন্ট এসএস যাদব, মতাই প্রাথমিক স্বাস্য কেন্দ্রেরএম ও আই সি ডাঃ প্রিয়াঙ্কা সাহা, মতাই পঞ্চায়েতের প্রধান সহ এলাকাবাসী।

জনজাতিদের জন্য গেস্ট হাউসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। তিন বীরঙ্গনা কন্যা কুমারী মধুতি রুপশ্রী নামাঙ্কিত উপজাতিদের জন্য অতিথিশালা টির আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন হলো মঙ্গলবার। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া অতিথিশালার আনুষ্ঠানিকতার দ্বারউদঘাটন করেন। ২০১৩ সালে কুমারী মধুতি রুপশ্রী জনজাতিদের আবাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল।

মঙ্গলবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার হাত ধরে উদ্বোধন হলো এই অতিথিশালা। প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয় করে মোট ৬৪ আসন বিশিষ্ট এই অতিথিশালা গড়ে উঠেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পুনিত আগরওয়াল, দফতরের অধিকর্তা বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা। মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন এটা ছিল দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন ।

আগরতলা শহরের মধ্যে জনজাতিদের জন্য একটি আধুনিক মানের অতিথিশালা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে বলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন। ৬৪ টি আসন বিশিষ্ট এই অতিথি শালায় ভিআই পি , ডাবল রুম, সিঙ্গেল রুম ও ডরমেটরি আছে। এই অতিথিশালা নির্মাণের জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এই প্রথম আগরতলা শহরে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় আধুনিক মানের রেস্ট হাউস জনজাতিদের জন্য দেওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কার্য সম্পাদন করা গেছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি আরও বলেন প্রতিদিন বহু গরীব দুঃস্থ পরিবার আগরতলামুখী হয় চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে এবং নানা কারণে।

এতদিন তাদের আগরতলায় থাকতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। এবার ন্যূনতম মূল্যে এই রেস্ট হাউসে সেই সমস্ত জনজাতি অংশের মানুষ থাকতে পারবে। মাত্র ৫০ ও ১০০ টাকা মূল্য দিয়ে তারা এখানে থাকবে। বি পি এল ও প্রায়োরিটি গ্রুপকে এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হবে বলেও জানান। অতিথিশালাটির নির্মাণকাজ আরো আগেই সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল ।কিন্তু করোনার কারণে নির্মাণ কাজ কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় এই রেস্ট হাউস তৈরি হতে সময় লেগেছে বলে জানান দপ্তরের মন্ত্রী।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

বিধান দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের ইঁনীয়ারদের সমন্বয়ে একটি দলও গঠন করা হয়েছে।

সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের চিফ ইঁনীয়ার রাজীব দেববর্মা রাজ্যে জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়ার অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে প্রমুখ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশ নেন।

সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

দেশবাসীর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, বিজেপির সাথে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনালী করমর্দন চলছে। বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানোর ষড়যন্ত্র দেখে এমনটাই মনে হচ্ছে। সিনহা বলেন, ত্রিপুরায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে। বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হওয়ার সুযোগে বিজেপি সমস্ত আসনে জয়ী হয়েছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানান বীরজিৎ সিনহা।

গ্রহণ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রথা অনুযায়ী, প্রথমে নিগমের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণ শপথ নেবেন। তার পর তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে মেয়র নির্বাচন করবেন। মেয়র শপথ নেওয়ার পর তিনি ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র-ইন-কাউন্সিলের গঠন করবেন এবং তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

সেখানে থাকতো প্রিয়াঙ্কা সরকার। গতকাল রাত ৯টা নাগাদ প্রিয়াঙ্কা সরকার নিজ গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে বাড়িঘরে লোকজন দেখতে পায় গায়ে আগুন জ্বলছে খবর পাঠায় বিশালগড় দমকল কর্মীদের। তারা ছুটে গিয়ে আহত প্রিয়াঙ্কা সরকার কে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে। মঙ্গলবার সকালে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে প্রিয়াঙ্কা সরকার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় ছিল। রাজ্য সরকার সেই বিদ্যালয়গুলিকে চালু করার চেষ্টা করছে। সেজন্য শিক্ষাদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা সংস্থার মাধ্যমে সেই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার মাধ্যমে গুণগতমানের শিক্ষা সম্পসারণ করা। তিনি জানান, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের শিখনস্তরের উন্নয়ন ঘটাতে, গ্রামীণ এলাকায় সেন্টার অব এডুকেশনাল এ'লেন্স তৈরী করতে, শিখন পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনতে, কম্পিউটার ও অ্যাক্টিভিটি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থাকে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্থাগুলিকে দেশের অন্তত ২টি সি বি এস ই অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ১৫০০ মতো ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা পরিচালনা করার যোগ্যতা থাকতে হবে অথবা ১টি বিদ্যালয় হলে কমপক্ষে ১০০০ ছাত্রছাত্রী হতে হবে এবং দ্বাদশ মান পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পর পর ৩ বছর গড়ে ৮৫ শতাংশ মার্কস থাকতে হবে। সেই সমস্ত সংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকার জমি লীজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেবে। অনুরূপভাবে কোন সংস্থার পরিচালিত বিদ্যালয়ে দ্বাদশমান পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গড় নম্বর ৮০-৮৪ শতাংশ হলে ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট এবং ৭৫-৮০ শতাংশ হলে ৪০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেত'ত্বে ইনভেস্টমেন্ট ফেসিলিটেশান কমিটি বিভিন্ন দিকগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন দিলেই রাজ্য সরকার সেই শিক্ষা সংস্থাকে সরকারি সম্পদ বা জমি লিজে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ছাত্রছাত্রীর স্বল্পতার দরুণ যে সমস্ত বিদ্যালগুলি শিক্ষা সংস্থার হাতে পরিচালনায় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে সেই বিদ্যালয়গুলি বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের বই, পোশাক সহ পড়াশুনা ব্যবস্থা রাজ্য সরকার বহন করবে। পাশাপাশি ঐ বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ আসন গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রাজ্য সরকার সেই সমস্ত গরিব ছাত্রছাত্রীদের বই, পোশাক ও পড়াশুনার ব্যয়ভার গ্রহন করবে। গ্রামা'লের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুনগত মানের শিক্ষা আরো বেশী করে প্রসারের জন্যই শিক্ষাদপ্তর এই পলিসি গ্রহন করেছে। তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের ছো- একটা অংশ এই সত্য বিষয়টিকে লুকিয়ে রেখে অসত্য তথ্য প্রকাশ করে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগকে ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বনাশ ডেকে না আনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চান্দনী চন্দ্রান উপস্থিত ছিলেন।

ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

এখনও বাজারে সবজির দাম কিছুটা বেশি কিন্তু বৃষ্টির কারণে সবজির দর আজ অনেকটাই নিচে নেমে গেছে। এতে করে চিন্তায় ফেলেছে কৃষকদের। শুধু সবজি নয় নষ্ট হয়েছে পাকা ধান। যদিও কল্যাণপুর কৃষি দপ্তর আধিকারিক প্রশান্ত দেববর্মা জানিয়েছেন সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকায় কৃষি আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছে কার কেমন ফসল নষ্ট হয়েছে তা তদন্ত করার জন্য এবং কল্যাণপুর দপ্তরে কৃষি আধিকারিকরা একটি রিপোর্ট জমা দেবেন। আজকে তোতাবাড়িতে সবজির পাইকারি হাট ছিল। এই হাটে অসময়ে বৃষ্টির কারণে সবজির দাম কমে গেছে। প্রয়োজন না থাকলেও কৃষকরা যার যার ফসল বেশি করে তুলে আনছেন জমি থেকে কেননা বৃষ্টি। অপরদিকে বৃষ্টির কারণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয় এবং খোয়াই নদীর জল বাড়তে থাকায় চিন্তায় রয়েছেন যারা খোয়াই নদীর পাশে বসবাস করছেন। কখন না বাড়ি ঘরে জল ঢুকে যায়। যদিও খবর লেখা অব্দি বাড়িঘরে জল ঢুকার কোন খবর নেই। বৃষ্টির কারণে দুই দিন ধরে অনেকেই ঘর বন্দী হয়ে আছেন। কবে বৃষ্টি কমে তাই এখন দেখার।

অকালবর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদেরপাশে দারালো বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক। গত দুইদিনের অকাল বর্ষায় শান্তির বাজার মহকুমার কৃষকরা ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্থহয়েছে। মঙ্গলবার কৃষকদের ক্ষতির পরিমান পরিদর্শনে বেরহয় বগাফাকৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস। উনারা সকালবেলা থেকে পরিদর্শনে বেরহয়ে কৃষকদের সমস্যার কথাশুনেন। পরিদর্শন চলাকালিন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধয়ক সুজিত কুমার দাস জানান যেসকল কৃষকদের ফসল বীমা রয়েছে তাদেরকে বীমার টাকাপাইয়েদেওয়ার ব্যাবস্থাকরাহবে তারপাশাপাশি যাদের ফসল বিমা নেই তাদেরকেও সাহায্যের প্রচেষ্টা চালানোহবে বলে জানান। কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস সকল কৃষকদেরকে ফসল বীমা করানোর জন্য এগিয়েআসতে বিশেষ আহব্বান জানান। পরিদর্শনকালে বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস জানান কৃষকদের ক্ষতিপূরনের দাবিতে রাজ্যসরকারের নিকট আবেদন করাহবে। অকাল বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা চাইছে উনাদের এই দুঃসময়ে কৃষিদপ্তর যেন উনাদের পাশে দারায়। আজকেরদিনে কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাসকে কাছেপেয়ে খোবই খুশি কৃষকরা। উনাদের কাছেপেয়ে কৃষকরা কিছুটা আশার আলো দেখছে।

অকালবর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদেরপাশে দারালো বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক। গত দুইদিনের অকাল বর্ষায় শান্তির বাজার মহকুমার কৃষকরা ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্থহয়েছে। মঙ্গলবার কৃষকদের ক্ষতির পরিমান পরিদর্শনে বেরহয় বগাফাকৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস। উনারা সকালবেলা থেকে পরিদর্শনে বেরহয়ে কৃষকদের সমস্যার কথাশুনেন। পরিদর্শন চলাকালিন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধয়ক সুজিত কুমার দাস জানান যেসকল কৃষকদের ফসল বীমা রয়েছে তাদেরকে বীমার টাকাপাইয়েদেওয়ার ব্যাবস্থাকরাহবে তারপাশাপাশি যাদের ফসল বিমা নেই তাদেরকেও সাহায্যের প্রচেষ্টা চালানোহবে বলে জানান। কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস সকল কৃষকদেরকে ফসল বীমা করানোর জন্য এগিয়েআসতে বিশেষ আহব্বান জানান। পরিদর্শনকালে বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস জানান কৃষকদের ক্ষতিপূরনের দাবিতে রাজ্যসরকারের নিকট আবেদন করাহবে। অকাল বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা চাইছে উনাদের এই দুঃসময়ে কৃষিদপ্তর যেন উনাদের পাশে দারায়। আজকেরদিনে কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাসকে কাছেপেয়ে খোবই খুশি কৃষকরা। উনাদের কাছেপেয়ে কৃষকরা কিছুটা আশার আলো দেখছে।

অকাল বর্ষণে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তেলিয়ামুড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল এর সবজি চাষিরা। তাদের মাথায় বাজ পরার উপক্রম। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার মুখাপেক্ষী। জাওয়াদের প্রভাব আছড়ে পড়ল গোটা ত্রিপুরা জুড়ে। যার ফলে ৭২ ঘন্টা ধরে অবিরাম বৃষ্টির কারণে তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষককুল সর্বস্বান্ত। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিশেষ করে শীতকালীন সব্জি যেমন বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, আলু, গাঁজর সহ বিভিন্ন শাক সব্জি কৃষি খেতেই পচন ধরছে। বিশেষ করে শীতকালীন ফসল বেগুনে পচন ধরে মাঠেই নষ্ট হচ্ছে। যার ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বাইশঘড়িয়া এলাকাটি মূলত কৃষি প্রধান এলাকা। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষজন কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে নিজেদের সংসার প্রতিপালন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাইশঘড়িয়া এলাকার এক কৃষক জানান, বিগত প্রায় কুড়ি বছর পর এমন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এই এলাকার কৃষকরা। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাতে করে প্রায় তিন থেকে চার বছর লেগে যাবে ঘুরে দাঁড়াতে ।অপরদিকে আরেক কৃষক জানিয়েছেন, বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, আলু, গাঁজর সহ বিভিন্ন শীতকালীন সব্জির ক্ষতি হয়েছে অসময়ে অবিরাম বৃষ্টির কারনে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশঘড়িয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকদের কপালে বর্তমানে চিন্তার ভাঁজ। কারণ তাদের একমাত্র রুজি-রুটির মাধ্যম কৃষিকাজ। তারা বর্তমানে কি করবে তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। রাজ্য সরকার সহ কৃষি দপ্তর অসহায় হতদরিদ্র কৃষকদের প্রতি যদি কৃপা দৃষ্টি প্রদান করে তবে উপকৃত হবে কৃষককূল এমনটাই অভিমত তাদের।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ উঠার কারণে " নর্থ ইস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ ত্রিপুরা রাজ্যেও গত তিনদিন ধরে অসময়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে উদয়পুরের গোমতি নদীর তট ভূমির নিম্ন এলাকা গুলি প্লাবিত হয়। খিলপাড়া জামজুড়ি, বৈষ্ণবীরচর,পালাটানা, কুশামারা, রানী ,মহারানি,কাকড়াবন সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পরে। কাকড়াবনের বহু জায়গায় কৃষকের জমির ফসল অসময়ের বন্যায় জলের নিচে পড়ে নষ্ট হয়। " কাকড়াবন গোটা এলাকাটি কৃষি নির্ভরশীল এলাকা তিনদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আজ পরিদর্শন করতে যান গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় ।কাকড়াবন সহ গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন,ওনার সাথে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অধিকারিক রাজু মজুমদার। কাকড়াবন মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার ।যেসব কৃষকদের ফসল ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে কৃষকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় ন অসময়ে ভারী বর্ষণের ফলে সুখাদ্য মরসুমের ফসল- যেমন ফুল কপি, বাধা কপি, আলু ,ধনে পাতা, লাউ,কুমর, বেগুন ও শাক সব্জির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত। ক্ষতি পূরণের দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

রহস্য

● প্রথম পাতার পর

এর নীচ থেকে। পরিবারের লোকজন কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। কল্যাণপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর জয়ন্ত দেবনাথ জানান মৃত ব্যক্তি প্রায় সময় আকণ্ঠ মদ্যপান করে থাকতেন। গতকালও তার বাড়ির লোক জন ও পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে খুঁজে বেড়ান। কিন্ত কালভার্ট এর নিচে কারো নজর যায় নি। মদ্য পানের ফলেই এতো অল্প জলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যদিও মরদেহ ময়নাতদন্তের পর আজই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মানুষের দাবি নেশার বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশকে করতে হবে বেশি করে।

আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করা হতে পারে।

কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার, মৃত কৃষক পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্যে দেওয়ার মতো একাধিক দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে বলে 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'র একটি সূত্র জানাচ্ছে। অন্য দাবিগুলি নিয়েও আলোচনায় রাজি হয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবিগুলি বিবেচনার কথা জানিয়ে ফোন করেছিলেন। এর পর কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করে 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'। মঙ্গলবার সেই কমিটির বৈঠকে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

াঙ্গন

আইসিসির নভেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটারের দৌড়ে ওয়ার্নার, সাউদি ও আবিদ

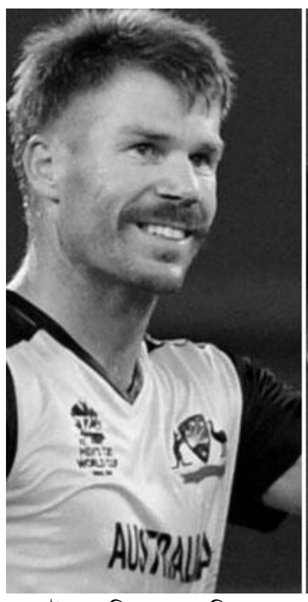

দুবাই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রকাশিত হল আইসিসির নভেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকা। নভেম্বর মাসের সেরা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট ডেভিড ওয়ার্নার। অজি ওপেনারের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন কিউয়ি পেসার টিম সাউদি ও পাক ওপেনার আবিদ আলি।

মেয়েদের বিভাগে প্লেয়ার অফ দ্য মনথ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের নাহিদা আকতার, পাকিস্তানের আনাম আমিন ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথিউজ।

ডেভিড ওয়ার্নার: ওয়ার্নার গত টি-২০ বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন। নভেম্বরে বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৮৯ রান করেন ডেভিড। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তিনি আউট হন ব্যক্তিগত ৪৯ রানে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে ৫৩ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন অজি তারকা।

টিম সাউদি: সাউদি টি-২০ বিশ্বকাপের ফর্ম ধরে রাখেন ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজেও। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টেও অনবদ্য বোলিং করেন কিউয়ি পেসার। নভেম্বরে টি-২০ বিশ্বকাপের ৫টি ম্যাচে মাঠে নেমে ৬টি উইকেট নেন সাউদি। ভারতের বিরুদ্ধে ২টি টি-২০ ম্যাচে মাঠে নেমে ৪টি উইকেট দখল করেন তিনি। কানপুর টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ৮টি উইকেট পকেটে পোরেন সাউদি।

আবিদ আলি: পাক ওপেনার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৩৩ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৯১ রান। পাকিস্তানের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন আবিদ।-

টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে ২১ সদস্যের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা

পিটোরিয়া, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিশ্চিত হওয়ার পরেই কোহলিদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ড। পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই এক নম্বর টেস্ট দলের মোকাবিলা করতে মঙ্গলবার ২১ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। নতুন মুখ হিসেবে টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন সিসান্দা মাগালা ও রিয়ান রিকেলটন। সোমবার টেস্ট ও ওয়ান ডে সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড। মঙ্গলবার তারা ২১ সদস্যের টেস্ট স্কোয়াড জানিয়ে দেয়।প্রত্যাশিতভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দেবেন ডিন এগার।সহ অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা। ২১ জনের স্কোয়াডে চমক হিসেব দুই নতুন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন। নতুন মুখ হিসেবে টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন সিসান্দা মাগালা ও রিয়ান রিকেলটন। টেস্ট দলে কামব্যাক করেছেন ডুয়ান অলিভিয়ের।

দলে রয়েছেন ডি’’কক, রাবাদা, নরকিয়া, দাসেন, কেশব মহারাজের মত তারকারা। ভারতীয়-এ দলের বিরুদ্ধে চলতি বেসরকারি টেস্টে নজর কাড়া সারেল এরউইও জায়গা পেয়েছেন টেস্ট স্কোয়াডে।

দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট স্কোয়াড: ডিন এলগার (ক্যাপ্টেন), তেম্বা বাভুমা (ভাইস ক্যাপ্টেন), কুইন্টন ডি’’কক, কাগিসো রাবাদা, সারেল এরউই, বিউরান হেনড্রিকস, জর্জ লিন্ডে, কেশব মহারাজ, লুঙ্গি এনগিদি, এডেন মার্করাম, উইয়ান মাল্ডার, এনরিখ নরকিয়া, কিগান পিটারসেন, রাসি ভ্যান ডার দাসেন, কাইল ভেরেইন, মার্কো জানসেন, গ্লেন্টন স্টুরমান, প্রেনেলান সাবরায়েন, সিসান্দা মাগালা, রিয়ান রিকেলটন, ডুয়ান অলিভিয়ের।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দুর্বল রক্ষণ! গোয়া কাছে হেরে জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের

চেন্নাই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দুর্বল রক্ষণ! আইএসএলের চলতি মরশুমে এখন অধরা জয়। মঙ্গলবার ৪-৩ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জয়ে ফিরল এফসি গোয়া। এই মরশুমে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল। কিন্তু লাল-হলুদের জয় এখনও অধরা। চলতি আইএসএল মরসুমে দু’দলই এর আগে জয়ের মুখ দেখেনি। প্রথম দু’ম্যাচে হারের পরে তৃতীয় ম্যাচ ড্র করেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে প্রথম তিন ম্যাচ হেরে খেলতে নেমেছিল এফসি গোয়া। তাই জয়ের তাগিদ দু’দলেরই ছিল। ফলে অনেক আক্রমণাত্মক খেলল দু’দল। শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জয়ে ফিরল গোয়া।

খেলার শুরু থেকেই আক্রমণ শুরু করে গোয়া। কিছুটা চাপে পড়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। তার ফলও মেলে। ১৪ মিনিটের মাথায় একক দক্ষতায় বেশ খানিকটা বল নিয়ে গিয়ে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে গোল করেন নগুয়েরা। কোনও সুযোগ পাননি গোলরক্ষক শুভম। গোল সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার সুয়োগ ছিল গোয়ার কাছে। ১৭ মিনিটের মাথায় নগুয়েরার পাস থেকে ওর্টিজের শট পোস্টের বাইরে দিয়ে অল্পের জন্য বেরিয়ে যায়।

গোল খেয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। ২৬ মিনিটের মাথায় আমির দেরভিসেভিচের ফ্রিকিক থেকে ফিরতি বলে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন আন্তোনিও পেরোসেভিচ। যদিও সেই হাসি বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩২ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় গোয়া। বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় গোয়া। ঠান্ডা মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ওর্টিজ।

পাঁচ মিনিট পরেই ম্যাচে দ্বিতীয় বারের জন্য সমতা ফেরায় লাল-হলুদ বাহিনী। ফ্রিকিক থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন দেরভিসেভিচ। বিরতির আগে ফের এগিয়ে যায় গোয়া। আত্মঘাতী গোল করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের নায়ক পেরোসেভিচ। প্রথমার্ধের শেষে ২-৩ গোলে পিছিয়ে সাজঘরে যায় লাল-হলুদ বাহিনী।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। ৫৯ মিনিটের মাথায় প্রায়শ্চিত্ত করেন পেরোসেভিচ। গোয়ার রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে বেশ কিছুটা টেনে নিয়ে গিয়ে ধীরাজ সিংহকে পরাস্ত করে গোল করতে কোনও ভুল করেননি তিনি।

খেলা যত গড়াতে থাকে দু’দলই গোল করার জন্য আক্রমণে ওঠে। ৭৯ মিনিটের মাথায় ডান প্রান্তে বল ধরেন ওর্টিজ। তিনি বল বাড়ান অরক্ষিত অবস্থায় থাকা নগুয়েরার দিকে। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। ৪-৩ গোলে এগিয়ে যায় গোয়া। বাকি সময়ে আর গোল আসেনি। শেষ পর্যন্ত হেরে মাঠ ছাড়তে হয় ইস্টবেঙ্গলকে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

২০২২ সালে চিনে অনুষ্ঠিত শীতকালীন অলিম্পিক্সে কূটনৈতিক বয়কট আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ২০২২ সালে চিনে অনুষ্ঠিত শীতকালীন অলিম্পিক্স কূটনৈতিক বয়কট করল আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হল, অলিম্পিক গেমস চলাকালীন বেজিংয়ে কূটনীতিবিদদের পাঠানো হবে না।

হোয়াইট হাউসের) প্রেস সেক্রেটারি জানান, আসন্ন শীতকালীন অলিম্পিকে চিনে কোনও কূটনীতিবিদ কিংবা প্রশাসনিক প্রতিনিধিকে পাঠানো হবে না। ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং গণহত্যার প্রতিবাদে এমনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অ্যাথলিটরা মেগা ইভেন্টে অংশ নেবেন। তাঁদের প্রতি সমর্থন থাকবে দেশের।

আগামী ৪ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শীতকালীন অলিম্পিক্স। রাজধানী বেজিংয়ের পাশাপাশি হুবেই প্রদেশের ঝ্যাংজিয়াকউ এবং পার্বত্য অঞ্চল ইয়াংকিঙে হবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বেজিংই একমাত্র শহর যেখানে গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন, দু’রকম অলিম্পিকেরই আসর বসবে। কিন্তু সেই বেজিংয়ের ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণেই শীতকালীন অলিম্পিক্স কূটনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা।

গত একমাস ধরে বেজিংয়ের পরিস্থিতি তথা চিনের অবস্থানের দিকে নজর রাখছিল জো বাইডেনের সরকার। কিন্তু পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। তাই উইঘুর মুসলিমদের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে চিনের উপর চাপ বাড়াতেই শেষমেশ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হল। প্রসঙ্গত, প্রথামাফিক অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি দল পাঠায় আমেরিকা। কিন্তু এবার তা করবে না ওয়াশিংটন। কূটনৈতিক বয়কটের অর্থ হল, আমেরিকার ক্রীড়াবিদেরা শীতকালীন অলিম্পিক্সে অংশ নেবেন। কিন্তু বাইডেন সরকারের কোনও প্রতিনিধি অলিম্পিক্সের আসরে হাজির থাকবেন না। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন ডানপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজনীতিবিদরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-11/ 2021-22/05 DATED-04.12.2021

Name of Work(s):- 1) Maintenance of Ino 5 KVA DG set at ,court complex of District & Sessions Judge, Agartala, Tripura

DNIT NO:-SDO(E)/IE-H/2021-22/06

Estimated cost: Rs 37,340.00

Earnest Money: Rs 373.00

Last date for receipt of application for tender form:- 10.12.2021

Last date for issue of tender form:- 14.12.2021

Last date and time for receipt of tender document:- 15.12.2021 upto 3:00 pm.

Cost of tender form:- Rs 500.00 (In Demand Draft in favour of Executive Engineer, I.E. Division, Agartala for each work) Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.

Sub Divisional Officer (E)
I. E. Sub-Division No.-II
Agartala, West Tripura.

ICA-C-2820/2021-22

‘একবার ব্যবহার্য’ প্লাস্টিক করো না ব্যবহার।
ঘরে বাইরে নির্মল হোক পরিবেশ সবার।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-49/EE/RD/TLM-DIV/20-21, Dt: 02/12/2021

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M** on **15/12/2021** for **02(two) Nos** construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-2833/2021-22

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ করব না ব্যবহার। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়বো এবার

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 19/EE/SNM/PWD/2021-22, Dt : 02/12/2021.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' item rate offline manual tender' up to **3.00 P.M. on 17/12/2021** for hiring of vehicle for the following works:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. 75/EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs.3,69,840.00	Rs.3,698.00	12 (twelve) months.
2	DNIT No. 85/EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs.3,69,840.00	Rs.3,698.00	12 (twelve) months.
3	DNIT No. 86/EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs.3,03,600.00	Rs.3,036.00	12 (twelve) months.

* Last Date & Time for document downloading & Bidding : 17-12-2021 upto 3.00 PM.
* Date & Time for opening of Bid : 17-12-2021 at 3.30 PM.
* Bid Fee of Rs.1,000.00 for each (Non refundable).
* Class of Bidder : Appropriate Class.
* No negotiation will be conducted with the lowest Bidder.

(Er. S. Paul)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA-C-2828/2021-22

‘একবার ব্যবহার্য’ প্লাস্টিক করো না ব্যবহার। ঘরে বাইরে নির্মল হোক পরিবেশ সবার।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UTDP/37/2021-22 **Dated :- 04-12-2021**

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	DNIT No:- EE-IED/UDP/ 114/2021-22	Rs 4,91,152.00	Rs 4,912.00	30 days	Up to 15.00 Hrs on 18/12/2021	At 15.30 Hrs on 20/12/2021	Office of the Executive Engineer Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura.	Appropriate Class

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- (ER.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile:9436169660

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে খাবার আনো। অসুখ বিসুখকে ঘরে ডেকে আনো।

ICA-C-2812/2021-22

মেসি-এমবাপের নৈপুণ্যে পিএসজির বড় জয়

লিগ ওয়ানে টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর হতাশা পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে উজ্জীবিত পারফরম্যান্স উপহার দিল পিএসজি। আলো ছড়ালেন আক্রমণভাগের দুই তারকা লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপে। ক্লাব ব্রুজকে উড়িয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করল মাওরিসিও পচেত্তিনোর দল। প্যারিসে মঙ্গলবার রাতে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে আগেই নকআউটের টিকেট নিশ্চিত করা পিএসজি। মেসি ও এমবাপে করেন দুটি করে গোল। ব্রুজের বিপক্ষে প্রথম ৭ মিনিটের মধ্যেই এমবাপের দুই গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই মুঠোয় নেয় পিএসজি। প্রথম গোলটা আসে ৭০ সেকেন্ডে। বাম দিক থেকে নুনো মেন্দেসের শট পাঞ্চ করে ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন ব্রুজ গোলরক্ষক সিমোন মিনোলে। কিন্তু বল চলে যায় ছয় গজ বক্সের বাইরে এমবাপের কাছে। ডান পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মঙ্গলবার জল জীবন মিশন নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রীর পৌরহিত্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আফসপা প্রত্যাহারের দাবিতে লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাব সাংসদ আগাথার

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট, ১৯৫৮; বাংলায় সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮ (আফসপা) প্রত্যাহারের দাবিতে লোকসভায় মুলতবি প্রস্থাব রাখার বিজ্ঞপ্তি পেশ করেছেন মেঘালয়ের তুরা আসনের সাংসদ তথা ন্যাশনাল পিপলস পার্টির নেত্রী তথা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার ছোট বোন আগাথা কঞ্চল সাংমা।

নাগাল্যান্ডের মন জেলায় সংঘটিত ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে এই আইনের বলে সেনাবাহিনী নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে দাবি করে লোকসভার অধিবেশনে মুলতবি প্রস্তাব পেশ করেছেন এনপিপি সাংসদ আগাথা। সংসদ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তুরার সাংসদ আগাথা নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্ত-ঘেঁষা মন জেলার তিরু ও ওটিং গ্রামের মধ্যবর্তী রাস্তায় সংঘটিত সংঘর্ষে নিরীহ ১৫ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মন জেলায় সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য থেকে আফসপা প্রত্যাহারের প্রয়োজন তারও ব্যাখ্যা করেছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত পূর্ণ আজিতক সাংমার মেয়ে আগাথা সাংমা।

প্রসঙ্গত, এর আগে গতকাল এনপিপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি তথা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এবং নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও আফসপা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন। ট্যুইট করে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সাংমা লিখেছেন, 'বাতিল করা উচিত আফস্পা।' এছাড়া জাতীয় এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারেও কনরাড সাংমা বলেছেন, 'আমি সর্বদা বলে আসছি, আফসপা একটি বিপরীতধর্মী এবং যে কারণে এই আইন বলবৎ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি।'

উল্লেখ্য, গত ২০১৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে গোটা মেঘালয় থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফসপা। পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের ১৬-এর মধ্যে আট থানা এলাকা থেকে বিশেষ এই ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া এই আইন এখনও নাগাল্যান্ড, মণিপুর (ইমফলের পুর পরিষদ এলাকা বাদে), অসমে বলবৎ রয়েছে।

এদিকে, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওও সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন প্রত্যাহার করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী রিও বলেন, 'নাগাল্যান্ড থেকে আফসপা প্রত্যাহার করতে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছি। কেননা, এই আইন দেশের ভাবমূর্তিতে কালো দাগ লাগিয়ে দিয়েছে।'

লাল টুপিওয়ালারা লালবাতি নিয়েই চিন্তিত ছিল, মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে নয় : প্রধানমন্ত্রী

গোরক্ষপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): গোটা উত্তর প্রদেশের জনগণ ভালো করেই জানেন, লাল টুপিওয়ালারা লালবাতি নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিল, মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মোটেও নয়। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে উত্তর প্রদেশের পূর্বতন সরকারকে আক্রমণ করে এই খোঁচা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কেলেঙ্কারির জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন লালটুপিওয়ালাদের, নিজেদের আলমারি ভরার জন্য, অবৈধ দখলদারিত্বের জন্য ও মাফিয়াদের ছাড় দিতেই তাঁদের ক্ষমতার লোভ।' মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এইমস গোরক্ষপুর, গোরক্ষপুর ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট প্রভৃতি।

এইমস গোরক্ষপুর উত্তর প্রদেশ তথা দেশের জনগণকে উৎসর্গ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সবাই ভালো করেই জানেন গোরক্ষপুরে এইমসের দাবি বছরের পর বছর ধরে উঠেছিল। কিন্তু, ২০১৭ সালের আগে যারা সরকার চালাচ্ছিল তাঁরা এইমস-এর জন্য জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের অজুহাত তৈরি করেছিল। এখানে কর্মসংস্থানের জন্য গোরক্ষপুরের সার কারখানাটি এই সমগ্র অঞ্চলের কৃষকদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সকলেই জানেন। কিন্তু আগের সরকারগুলি তা চালু করতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে এই শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত দেশে মাত্র একটি এইমস ছিল। অটলজি আরও ৬টি এইমস অনুমোদন করেছিলেন। গত ৭ বছরে ১৬টি নতুন এইমস তৈরির কাজ চলছে সমগ্র দেশে। দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি মেডিকেল কলেজ থাকুক, এটাই আমাদের লক্ষ্য।'

উত্তর প্রদেশের পূর্বতন সরকারকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পূর্বতন সরকারগুলি অপরাধীদের আশ্রয় দিয়ে উত্তর প্রদেশের নাম বদনাম করেছে। বর্তমানে মাফিয়ারা কারাগারে এবং বিনিয়োগকারীরা উত্তর প্রদেশে দু''হাত তুলে বিনিয়োগ করছেন। এটাই ডাবল ইঞ্জিনের ডাবল উন্নয়ন। তাই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের প্রতি উত্তর প্রদেশের আস্থা রয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে আরও বলেছেন, '৫ বছর আগে গোরক্ষপুরে এইমস ও ফার্টিলাইজার কারখানার শিলান্যাস করতে এসেছিলাম আমি। আজ এই দু''টিই একসঙ্গে চালু করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আইসিএমআর-এর আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র নিজস্ব ভবন পেয়েছে। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। গোরক্ষপুরে ফার্টিলাইজার কারখানা ও এইমস-এর সূচনা অনেক বার্তা দিচ্ছে। যখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হয়, তখন কাজও দ্বিগুণ গতিতে হয়। ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে দুর্যোগও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।'

গোরক্ষপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যখন গরিব, শোষিত ও নিপীড়িতদের জন্য ভাবনাচিন্তা করার এমন সরকার থাকে, তখন কঠোর পরিশ্রমও করে ও ফলাফলও দেখায়। ২০১৪ সালে আমি যখন সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন দেশে ফার্টিলাইজার সেক্টরের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা ছিল। দেশের অনেক সার কারখানা বছরের পর বছর বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আমরা ইউরিয়ার অপব্যবহার বন্ধ করেছি। আমরা কোটি কোটি কৃষককে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড দিয়েছি যাতে তাঁরা জানতে পারেন তাঁদের খেতের জন্য জন্য কী ধরনের সার প্রয়োজন। আমরা ইউরিয়ার উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছি। বন্ধ থাকা সার কারখানা পুনরায় চালু করার জন্য জোর দিয়েছি। দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হওয়া ৫টি সার কারখানা চালু হওয়ার পর দেশে অতিরিক্ত ৬০ লক্ষ টন ইউরিয়া পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ভারতকে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাঠাতে হবে না, ভারতের টাকা ভারতেই খরচ হবে।

সোনা নামল ৪৮,০০০ হাজারের নীচে

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সামান্য কমল সোনার দাম। মঙ্গলবার ভারতের বাজারে ১০ গ্রাম সোনার দাম সামান্য কমে দাঁড়িয়েছে ৪৭, ৮৮৯ টাকা। তবে বেড়েছে রুপোর দাম। এক কিলোগ্রাম রুপোর দাম ০.১৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১,১৯২ টাকা।

গত সেশনেও ভারতীয় বাজারে সোনার দাম অবিচল ছিল। হলুদ ধাতুর দরে কোনও হেরফের হয়নি। এমনিতে গত এক মাস ধরে উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছে সোনা। করোনাভাইরাসের নয়া প্রজাতি ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি এবং সিদ্ধান্তের দিকে নজর রেখেছেন লগ্নিকারীরা। আপাতত ভারতে রেকর্ডের থেকে ৮,৪০০ টাকার মতো কম আছে সোনার দাম।

উল্লেখ্য, গত বছর আগস্টে ১০ গ্রাম সোনার দাম ঠেকেছিল ৫৬, ১৯১ টাকায়। যা ভারতীয় বাজারে সোনার সর্বোচ্চ স্তর ছিল। তারইমধ্যে গত সেশনে ভারতীয় বাজারে রুপোর দাম সামান্য কমেছিল। ০.৫ শতাংশ পতনের সাক্ষী ছিল রুপো।

বিশ্ব বাজারে শক্তিশালী মার্কিন ডলারের কারণে সোনার দাম একটি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। দামের সামান্য হেরফের হয়ে এক আউন্স স্পট গোল্ড ঠেকেছে ১,৭৭৮.৭৯ ডলারে। অন্যদিকে, এক আউন্স রুপোর দাম ০.২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২২.৩১ ডলার।

চিন-ভুটান সীমান্তে কোনও অনুপ্রবেশের রিপোর্ট নেই, সংসদে জানালেন নিশীথ প্রামাণিক

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : গত তিনবছরে চিন ও ভুটান সীমান্তে কোনও অনুপ্রবেশের ঘটনা হয়নি। লিখিত জবাবে মঙ্গলবার সংসদে সাংসদ চিরাগ পাসওয়ানের এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

সীমান্ত এলাকায় একাধিক অনুপ্রবেশের ঘটনা সামনে আসছে বলে দাবি করে, সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাংসদ চিরাগ পাসওয়ান। সেক্ষেত্রে একেবারে লিখিত জবাবে নিশীথ প্রামাণিক জানিয়েছেন, পাকিস্তান সীমান্তে ১২৮টি অনুপ্রবেশের রিপোর্ট, ১৭৮৭টি বাংলাদেশ বর্ডারে, ২৫টি নেপাল সীমান্তে ১৩৩টি মায়ানমার সীমান্তে। তবে ভুটান ও চিন সীমান্তে একটিও অনুপ্রবেশের রিপোর্ট নেই। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা দিনহাটার সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক জানিয়েছেন, আইন মেনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে। এদিকে, অনুপ্রবেশ রুখতে সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে সেব্যাপারেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সরকার কোনও মনিটরিং টিম করবে কি না সেটাও জানতে চাওয়া হয়েছিল? তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনী অনুপ্রবেশ রুখতে যথেষ্ট তৎপর। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া, ফ্লাড লাইট বৃদ্ধি করা, পেট্রোলিং ও নাকার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন আধুনিক সামগ্রী যেমন নাইট ভিশন ডিভাইস, হ্যান্ড হেল্ড থার্মাল ইমেজার ব্যবহারের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্বল্প দূরত্বের মিসাইলের পরীক্ষাতে সফল হল ভারত

ভুবনেশ্বর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : স্বল্প দূরত্বের মিসাইলের পরীক্ষাতে সফল হল ভারত। বিশেষত ভারতীয় নৌসেনার জন্য তৈরি হয়েছে এই মিসাইল। ওড়িশা উপকূলে চাঁদিপুরে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে এই মিসাইলের পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছে প্রতিরক্ষা দফতর। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের আধিকারিকদের মতে, প্রায় ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা নিশানায় আঘাত হানতে সক্ষম এই মিসাইল। সমুদ্রপথে কাছাকাছি রেঞ্জের মধ্যে শত্রুপক্ষের হানা রুখতে কার্যকরী হবে এই মিসাইল। এই পরীক্ষা সফল হওয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ডিআরডিও এবং ভারতীয় নৌবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, একটি ইলেকট্রনিক নিশানায় লম্বালম্বি আঘাত হানার পরীক্ষা হয়েছিল। সমস্ত সাব সিস্টেম প্রত্যাশা অনুসারে কাজ করেছে। এদিকে ডিআরডিও এবং নৌবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকরা এই পরীক্ষার সময় নজর রাখছিলেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানেই এই সফল পরীক্ষা হয়েছে। চলতি বছরের ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রথমবার ট্রায়াল করা হয়েছিল। মূলত সব দিক ঠিকঠাক রয়েছে কি না সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যই এই ট্রায়াল করা হয়েছিল।

এই পরীক্ষা সফল হওয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ডিআরডিও এবং ভারতীয় নৌবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজকে আরও শক্তিশালী করতে এই মিসাইল কার্যকরী হবে। ডিআরডিও চেয়ারপার্সন ডঃ জি সতীশ রেড্ডি এই সফল পরীক্ষার জন্য টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় অগ্ন্যুৎপাতে মৃত্যু বেড়ে ৩৪, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি জাভা দ্বীপে

জাকার্তা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি মাউন্ট সেমেরুর অগ্ন্যুৎপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৫। জখম হয়েছেন শতাধিক মানুষ। খোঁজ নেই ১৭ জনের। পুড়ে গিয়েছে অসংখ্য বাড়ি, প্রাণ বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষ দূরদূরান্তের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিয়েছেন। গত শনিবার দুপুর থেকেই জেগে ওঠে জাভা দ্বীপের দীর্ঘতম আগ্নেয়গিরি সেমেরু। আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে ভয়ে পালাতে থাকেন সাধারণ মানুষ। শুরু হয় আতঙ্কের প্রহর। কয়েক হাজার মানুষজন বাড়ি-ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন।

ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল ডিজাস্টার মিটিগেশন এজেন্সির (বিএনপিবি) মুখপাত্র আব্দুল মুহারি জানিয়েছেন, ''এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ১৭ জন। প্রায় ৩,৭০০ জনকে হয়েছে।' ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি জাভা দ্বীপে। লাভা যেখান থেকে বয়ে গিয়েছে সেখানে থাকা সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অগ্ন্যুৎপাতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

৯-১০ ডিসেম্বর রাজ্যে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডেষ্টিনেশন ত্রিপুরা-ইনভেষ্টমেন্ট সামিট- ২০২১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আগামী ৯-১০ ডিসেম্বর আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ডেষ্টিনেশন ত্রিপুরা-ইনভেষ্টমেন্ট সামিট- ২০২১'। দুইদিন ব্যাপী এই সামিটে রাজ্যের এবং বর্হিরাজ্যের প্রায় ১০০ এর উপরে ছোট বড় শিল্পপতিগণ উপস্থিত থাকবেন। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তিনি জানান, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এই সামিটের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে এখন শিল্পের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাই রাজ্যের এবং বর্হিরাজ্যের শিল্পপতিরা রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন। মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমেই ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশ সম্ভব। শিল্পের বিকাশ ঘটলে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ড. পি কে গোয়েল, দপ্তরের অধিকর্তা টি কে চাকমা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান সুজিৎ রায়।

জমি সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিপত্তির লক্ষ্যেই বিশেষ লোক আদালতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ শ্রমমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলাশাসকের অফিসে রাজস্ব সম্পর্কিত মামলা সমূহের নিপত্তির লক্ষ্যে আজ বিশেষ লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ লোক আদালতের উদ্বোধন করেন শ্রমমন্ত্রী ভগবান দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক উত্তম কুমার চাকমা। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস সহ জেলা ও মহকুমাস্তরের আধিকারিকগণ।

এই লোক আদালতে ২২৭টি মামলার শুনানি ও নিপত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রমমন্ত্রী ভগবান দাস বলেন, জমি সংক্রান্ত মামলার দ্রত নিপত্তির লক্ষ্যেই এই বিশেষ লোক আদালতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে মানুষের আর্থিক খরচ কমবে। ডিজিট্যাল ইণ্ডিয়ার সুফল মিলতে শুরু করেছে। সরকার জনস্বার্থে নতুন নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছেন। শ্রমমন্ত্রী ভগবান দাস ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস, জেলাশাসক উত্তম কুমার চাকমা প্রমুখ লোক আদালত চত্বর ঘুরে দেখেন।

জয়গুরু
১৭ তম বিবাহ বার্ষিকী

অপুরাম সরকার
লিলু দে সরকার
বিবাহ তারিখ: ০৮-১২-২০০৪ ইং
আজ তোমাদের ১৭ তম বিবাহ বার্ষিকীতে সদগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের রাতুল চরনে প্রার্থনা করি তোমাদের সুস্থ্য, সুখী ও সমৃদ্ধশালী দীর্ঘ মধুময় দাম্পত্য জীবন এবং এই দিনটি তোমাদের জীবনে বার বার ফিরে আসুক-
এই আশীর্বাদ ও শুভ কামনায়-
আশীর্বাদান্তে - সন্ধ্যা, স্বপ্না, তপ্না (দিদিগণ), রত্না, ঝর্ণা, রাঙা, টুকলু (বোনেরা), দুলাল দা, বিকাশ দা, মিঠু, স্বপন, নারু, রাজু (ভগ্নিপতিগণ), শিবুদা, শংকর, গুপু (ভাই), শিখা, রেখা, ঝর্ণা, রাঙা (জেঠালিগণ), অনিতা-বাণী (বৌদিগণ), শুক্লা, মালা, চুমকি, পিকু, দ্বীপশিখা, গুণগুণ(মেয়ে), অমরদা, সুরঞ্জনদা, শিবুদা, প্রাণকৃষ্ণদা (ভায়রাভাইগণ), ভাগিনা, ভাগ্নিগণ - অন্যান্য আত্মীয় পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা।
খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা
মোবাইল- ৯৪৩৬৫১৮৩৭৮ ৯৪৩৬৪৭০৭৪২

ক্ষমা চাইলেই ১২ সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত সরকার : প্রহ্লাদ জোশি

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভা থেকে ১২ জন সাংসদকে সাসপেনশনের বিষয়ে আলোচনা হল বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ক্ষমা চাইলেই ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত সরকার। বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক শেষে মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি। জোশি বলেছেন, 'কেন তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কী হয়েছিল তা গোটা দেশ দেখেছে, সমস্ত কিছু রেকর্ড রয়েছে। যদি আজও তাঁরা ক্ষমা চান, তাহলে সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেব আমরা।'

মঙ্গলবার সকালে বৈঠকে বসে বিজেপির সংসদীয় দল। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বিজেপির সমস্ত নেতারাই অংশ নেন। ১৫ নভেম্বর দিনটিকে (বিরসা মুন্ডার জন্মদিন) জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসাবে ঘোষণা করায় এদিন শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। এরপর শুরু হয় বৈঠক। এই বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে, তা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি। জোশি বলেছেন, 'আজকের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্যকর শিশুদের প্রতিযোগিতা এবং সূর্যনমস্কার প্রতিযোগিতার আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি যারা পদ্ম পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে একটি লাইভ প্রোগ্রামও ডাকা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি উত্তর প্রদেশের কাশীতে আগামী ১৪ ডিসেম্বর একটি বৈঠকের জন্য জেলা সভাপতি এবং মন্ডল সভাপতিদের (দলের) ডাকবেন।

সিপিএম মোহনপুর কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।